ফেব্রুয়ারি ২০১৫, মাঘ-ফাল্গুন ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের

সেরা গভর্নর

পরিক্রমার গুণগত মান ভালো করার পাশাপাশি লেখার মানও উন্নত হয়েছে

সনৎ চন্দ্র মল্লিক
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি সনৎ চন্দ্র মল্লিক। তিনি ১৯৪৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সনৎ চন্দ্র মল্লিক দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৭ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। দীর্ঘদিন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ২০০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি যুগ্ম পরিচালক হিসেবে তিনি অবসরে যান। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবীণ এই কর্মকর্তা তাঁর চাকরিজীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা বলেন পরিক্রমা টিমের সাথে।

অবসরের পর কেমন কাটছে আপনার দিনগুলো ?

আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে (বর্তমানে ডিসিপি) ১৯৭৭ এ যোগদান করি আর ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করি। এর পর থেকে আমি কখনও বসে থাকার সুযোগ পাইনি। আমার নিজস্ব একটি প্রকাশনা সংস্থা আছে। সেখানে আমি কাজ করি। এছাড়া আমার গ্রামেও কিছু কাজকর্ম করি। এভাবেই ব্যস্ততায় সময় কেটে যাচ্ছে।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

আমি ও আমার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র ও তার পরিবারের সবাই ঢাকাতে থাকি। আমার ছেলে পেশায় ডেন্টিস্ট। মাঝে মাঝে আমি গ্রামের বাড়িতেও থাকি।

আপনি ব্যক্তিগত কাজের পাশাপাশি আর কি ধরনের কাজ করতে পছন্দ করেন ?

আমি আমার প্রকাশনা সংস্থার কাজই বেশি করি। সেখান থেকে 'সমাজ দর্পণ' নামক একটি প্রকাশনা আমি বের করি যা হিন্দু সমাজের কুসংস্কার দূর করার জন্য সমাজ সংস্কারমূলক একটি উদ্যোগ।

'ডিসিপিতে গ্রাফিক্স ডিজাইন সেকশনসহ প্রযুক্তিগত সহায়তাও বাড়ানো হয়েছে'- সনৎ চন্দ্র মল্লিক

আপনি তো দীর্ঘদিন জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে কাজ করেছেন। বর্তমান ও আপনাদের সময়ের প্রকাশনাগুলোর মধ্যে কোনো তফাৎ খুঁজে পান কি ?

আমাদের সময় ও বর্তমান সময়ের প্রকাশনাগুলোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। আমরা লেড দিয়ে টাইপ করাতাম আর এখন প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে গেছে, কম্পিউটার এসেছে। আগে লোকবল ছিল না বললেই চলে কিন্তু বর্তমানে কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্ট খুবই আধুনিক করা হয়েছে। ডিসিপিতে লোকবলের পাশাপাশি গ্রাফিক্স ডিজাইন সেকশনসহ প্রযুক্তিগত সহায়তাও বাড়ানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা এখন অনেক সুন্দর আর আধুনিক করা হয়েছে। এটি আগে আট পৃষ্ঠার একটি প্রকাশনা ছিল যা স্বল্পতম খরচে প্রতি মাসে বের করা হতো। কিন্তু এখন পরিক্রমা অনেক বেশি উন্নত। পরিক্রমার গুণগত মান ভালো করার পাশাপাশি লেখার মানও অনেক উন্নত হয়েছে। এই পরিবর্তন ও উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ আগে খুব ছোট একটি বিভাগ ছিল। এই বিভাগে আমি আজীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি। অনেক পরিশ্রম করে তখন আমাদের এক একটি প্রকাশনা বের করতে হতো। কিন্তু কখনও কাজকে কষ্ট মনে না করে কাজ করেছি।

নবীনদের প্রতি আপনার কি উপদেশ থাকবে ?

নবীনদের উচিত যার যার অবস্থানে থেকে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। কারণ যে কাউকে তার কাজ দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়। এজন্য কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হতে হবে। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ **উপদেষ্টা**
ম. মাহফুজুর রহমান

■ **সম্পাদক**
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ **বিভাগীয় সম্পাদক**
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
ইন্দ্রাণী হক
মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

■ **গ্রাফিক্স**
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ **আলোকচিত্র**
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নর

ড. আতিউর রহমান

সেরা গভর্নরের পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রবৃদ্ধি ও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার সঙ্গে আপোষ না করেই পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতায় পুঁজির প্রবাহ বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নত করার জন্য স্বীকৃতি হিসেবে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ জানুয়ারি ২০১৫ লন্ডনভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস গ্রুপের অর্থবিষয়ক ম্যাগাজিন 'দি ব্যাংকার' বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে এবছর এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নর হিসেবে ঘোষণা করে। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে 'সেন্ট্রাল ব্যাংক গভর্নর অব দ্য ইয়ার- ২০১৫' ঘোষণা করা হয়। ড. আতিউর রহমান ২০০৯ সালে দায়িত্ব নেবার পর থেকে বাংলাদেশের আর্থিক খাতে সামাজিক ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এ দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীলতা নিরাপদ সীমায় রাখার পরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব নানান উদ্যোগ অর্থায়নে আর্থিক খাতকে উদ্বুদ্ধ করেন যার ফলে স্থিতিশীলতা ও মূল্যস্ফীতির পরিমিতি নিশ্চিত করার পর টেকসই প্রবৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সারাবিশ্বে যখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মন্দাভাব চলছে ও উৎপাদন কমেছে, তখন তাঁর এসব উদ্যোগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় রেখেছে। গভর্নর ড. আতিউর রহমানের দায়িত্ব পালনকালে প্রথমবারের মতো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২২ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

সেরা গভর্নর ড. আতিউর রহমান

এ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে ৬ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে ড. আতিউর রহমান তাঁর এ অর্জনকে দেশ স্বাধীনে অবদান রাখা সকল মুক্তিযোদ্ধা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উৎসর্গ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে এ পদে নিয়োগ না দিলে এধরনের অর্জন সম্ভব ছিল না। এছাড়া সার্বিক কাজে সহায়তার জন্য তিনি তাঁর পরিবার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সব পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ড. আতিউর রহমান আরও বলেন, তাঁর স্বপ্ন প্রতিটি মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসা।

সংবাদ সম্মেলনে নিজ নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা এবং প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাসহ সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর ড. আতিউর রহমানের অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অবদানের পাশাপাশি সিএসআর কার্যক্রম, দশ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য ঋণ বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে ঋণ প্রদান, আর্থিক খাতের আধুনিকায়ন, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং, কৃষি ঋণ সম্প্রসারণ, রপ্তানি উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন উদারিকরণ এসব ক্ষেত্রে অবদান নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে আলোচনা করেন বক্তারা।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান সবুজ অর্থায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতোমধ্যে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ভারতের ইন্দিরা গান্ধী স্বর্ণ স্মারক, ফিলিপাইনের গুসি শান্তি পুরস্কার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের স্বীকৃতি এবং জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) এর টেকসই অর্থনীতির বিশ্ব মডেল নির্মাণের জন্য গঠিত সর্বোচ্চ প্যানেলের সদস্য হিসেবে নির্বাচন ইত্যাদি। আর ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারি ঘোষিত বিশ্ব প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে খ্যাত 'এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নর' পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে তাঁর নতুন ধারার কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং বিষয়টি বিশ্বে আরও গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ২০০৯ সালের ১ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম গভর্নর হিসেবে চার বছরের জন্য দায়িত্ব নেন ড. আতিউর রহমান। এরপর তাঁর দায়িত্ব পালনের মেয়াদ আরও তিন বছর বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৫১ সালে জন্মগ্রহণকারী ড. আতিউর রহমান কর্মজীবনে ব্যাংক ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে সমভাবে খ্যাত। প্রকৃতিপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনা হিসেবেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব সবুজ অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেছেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ঃ একটি অনন্য দৃষ্টান্ত

ইন্দ্রাণী হক

সমগ্র বিশ্বে কার্যরত বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও, ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমাজ, সমাজের অধিবাসী তথা সমাজের সামগ্রিক পরিবেশের প্রতি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে কিছু দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ববোধের ধারণা থেকেই পর্যায়ক্রমে উদ্ভুত কার্যক্রমসমূহকে বর্তমান পৃথিবীতে 'Dpsqpsbuf! TpdjbmSftqpotjcjmjuz!)DTS* বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা' নামে অভিহিত করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী সিএসআর বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা একটি সুপরিচিত শব্দ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বপ্রথম জুন ১, ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন একটি সার্কুলার জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে সিএসআর কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। সমাজের সকল মানুষের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক (jodmvtjwf) উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে, মানবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক খাতের মূল কার্যক্রমের সাথে সিএসআরকে সম্পৃক্ত করাই ছিল এই সার্কুলার জারির মূল উদ্দেশ্য। নির্দেশনা প্রদানের পর থেকেই বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি এর কিছু অংশ সমাজের কল্যাণে সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমকে যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে সিএসআর রিপোর্টিং প্রক্রিয়া চালু করা হয়। সিএসআর বিষয়ক কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করে তোলার জন্য নির্দিষ্ট একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পৃথক একটি সিএসআর ডেস্ক স্থাপনেরও নির্দেশনা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

সিএসআর বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বৃহৎ পরিসরে সিএসআর কর্মসূচি প্রবর্তন করে। এর একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ শেরপুর জেলার সোহাগপুর গ্রামে অবস্থিত বিধবাপল্লি ও সূর্যদী গ্রাম। হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত ৭১ এর আলোচিত দুটি গ্রাম সোহাগপুর বিধবাপল্লি ও সূর্যদী। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী এ গ্রামদুটির অসংখ্য মানুষকে, বিশেষত সোহাগপুরে পুরুষদেরকে নির্মমভাবে নির্যাতনসহ হত্যা করে। অসংখ্য পরিবার তাদের নিকটজনকে হারিয়ে মানসিক ও আর্থিকভাবে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অসহায় নারীরা স্বামী-সন্তান হারিয়ে সম্পূর্ণ একাকীভাবে জীবনযাপন শুরু করে বিধবা হিসেবে। স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকাই ছিল এ সকল পরিবার ও বিধবা নারীদের নিত্যসঙ্গী। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটছিল তাদের। মাথা গোঁজার ঠাঁইও ছিল না অনেকের। মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার সাক্ষী হয়ে বর্তমানে সোহাগপুরে ৩৭ জন বিধবা নারী ও ২৪টি শহীদ পরিবার এবং সূর্যদী গ্রামে ৩৩টি শহীদ পরিবার বেঁচে আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক নির্দেশনার আওতায় ২০১০ সালে ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ সূর্যদী ও সোহাগপুরের বিধবা নারী ও শহীদ পরিবারগুলোর পাশে এসে দাঁড়ায়। ব্যাংকটির সিএসআর তহবিল থেকে সোহাগপুর বিধবাপল্লির ৩৭জন স্বামী/সন্তানহারা বিধবা নারী ও ২৪টি স্বজনহারা পরিবার এবং সূর্যদী গ্রামের ৩৩টি শহীদ পরিবারকে নিয়মিতভাবে ভাতা প্রদান করার কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভেই সোহাগপুরের প্রতিটি বিধবা নারী এবং শহীদ পরিবারকে এককালীন ৭০০০ টাকা এবং সূর্যদী গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে এককালীন ৭৫০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সাল হতে সোহাগপুর ও সূর্যদীর স্বামী/সন্তানহারা বিধবা নারী এবং শহীদ পরিবারগুলোকে যথাক্রমে মাসিক ১০০০ টাকা ও ১২০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। আজীবন ট্রাস্ট ব্যাংকের এই ভাতা প্রদান কার্যক্রম চলমান থাকবে।

ড. আতিউর রহমানঃ গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

মুনাফা অর্জনের বাইরে থেকে সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ করা উচিত। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই নানামুখী উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন এই দেশ সৃষ্টিতে যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে, তাদের জন্যও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে, যা একটি উন্নত দেশ গঠনে আমাকে আশাবাদী করে। সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শেরপুরে অবস্থিত সোহাগপুর বিধবাপল্লি ও সূর্যদী গ্রামে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের বিধবা স্ত্রী, সন্তানহারা মা এবং শহীদ পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ এর কার্যক্রম একটি দৃষ্টান্ত। অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

সিএসআর কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সর্বশেষ ২০১৪ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট 'Joejdbujwf!hvjefmjoft!gps!DTS!fyqfoejuvsf!bmpdb.ujpo!boe!foe!vtf!pwfstjhiu' প্রকাশ করেছে। নীতিমালায় মোট সিএসআর ব্যয়ের ৩০ শতাংশ সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণে, ২০ শতাংশ সুবিধাবঞ্চিত জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে এবং অবশিষ্ট অর্থ অন্যান্য খাতে ব্যয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর বিষয়ক কার্যক্রম শুধুমাত্র ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান না হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক সমাজের প্রতি অনুভব করে দায়বদ্ধতা। আর এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকেও সিএসআর কর্মসূচির আওতায় পাঁচ কোটি টাকার 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল' গঠিত হয়েছে। বিগত দুই বছর যাবৎ এই তহবিল হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আর্থিক সুবিধা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে সমাজের নিপীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নধর্মী সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিএসআর কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত হবে।

■ *লেখক : ডিডি, জিবি এন্ড সিএসআরডি, প্র.কা.*

ইশতিয়াক আহমেদ চৌধুরী, এমডি, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই অর্জনের সাথে জড়িয়ে আছে জাতি, ধর্ম, বয়স ও পেশা নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশির ত্যাগ-তিতিক্ষা আর বলিদান। কেউ দিয়েছে নিজের জীবন, কেউ হারিয়েছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে এবং কারও কারও জীবনের সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে সব হারানো মানুষদের কিছু মানুষ বাস করে শেরপুর জেলার সূর্যদী ও সোহাগপুর গ্রামে। গ্রামগুলোর প্রায় অধিকাংশ পুরুষ স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে আমাদেরকে করে গেছেন চিরঋণী। কিন্তু এই শহীদদের বিধবা স্ত্রী ও অনাথ সন্তানরা আমাদের কাছ থেকে তাঁদের প্রাপ্য কিছুই পাননি। আমরা তাঁদের ঋণের কিছুই পরিশোধ করতে পারিনি।

ট্রাস্ট ব্যাংক কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন কর্মসূচির শুরু থেকেই শহীদদের বিধবা স্ত্রী ও অনাথ সন্তানদের জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করে। ফলে শেরপুর জেলার সূর্যদী ও সোহাগপুরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও বিধবাপল্লির নারীদের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং অদ্যাবধি এ কার্যক্রম সফলভাবে অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ট্রাস্ট ব্যাংক সব সময় নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছে যা আগামীতেও অটুট থাকবে।

এ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান উপস্থিত থেকে ট্রাস্ট ব্যাংকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে উৎসাহিত করেছেন ।

'মানুষ'এর সফল মঞ্চায়ন

পবিত্র কুমার রায়

বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মনোরম সন্ধ্যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের আয়োজনে ব্যাংকিং হলে শুভঙ্কর চক্রবর্তী রচিত এবং খায়রুল আলম চৌধুরীর নব নাট্যরূপ ও পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'মানুষ' নামের মঞ্চ নাটকটি। নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হলো সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। মানুষ যদি তুমি হও, তবে তোমার মনুষ্যত্ব এবং মানবতাবোধ থাকবেই। আর যেখানে বা যে সমাজে মনুষ্যত্ব এবং মানবতাবোধ জাগ্রত থাকে, সেখানে হীনমন্যতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার কোনো ঠাঁই নেই। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবের সুযোগ্য নাট্য সম্পাদক এবং দক্ষ ও কৌশলী পরিচালক খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল নাটকটি দর্শক সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। 'মানুষ' নাটকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবীণ নবীন বিভিন্ন বয়স ও পদের কর্মকর্তাবৃন্দ একটি টিম হিসেবে অনবদ্য, প্রাণবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ভূমিকায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঠাকুর চরিত্রে মকবুল হোসেন সজল ভালো অভিনয় করেছেন। তবে মোড়লের স্বভাবজাত উঁচুনিচু স্বরের বাচনভঙ্গি, বিচিত্র ও হাস্যোদ্দীপক মুখ ও দেহভঙ্গির উপর দৃষ্টি রাখলে আরও আকর্ষণীয় হতো। বাউল চরিত্রে এ কে এম সাঈদ হোসেন ভালো করলেও আরও সাবলীলতার পরিচয় দিতে পারতেন। নেতা ও পাতিনেতার ভূমিকায় যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব এবং ইয়াসির আরাফাত সজল বিশেষ পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বৃন্দাবন চরিত্রে টুটুল চৌধুরী অনন্য, অনবদ্য ও প্রাণবন্ত অভিনয়শৈলী প্রদর্শন করেছেন। নাটকের শেষভাগে মৃত মানুষের স্বল্পস্থায়ী এক বিশেষ চরিত্রে ইস্তেকমাল হোসেন এক অপূর্ব প্রাণস্পর্শী ও মঞ্চ কাঁপানো অভিনয়ে উপস্থিত পাঁচ শতাধিক দর্শক-শ্রোতার হৃদয় মনে এক অনাবিল আনন্দ ও মধুর বেদনা রস ছড়িয়ে দিয়েছেন।

মানুষ নাটকের একটি দৃশ্যে শিল্পীবৃন্দ

এছাড়া নাটকের মঞ্চ ও দৃশ্য পরিকল্পনা, আলোকসজ্জা, নেপথ্য সংলাপ ও আবহ সঙ্গীত ছিল খুব ভালো এবং মনোমুগ্ধকর। পরিশেষে এ কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, শুভঙ্কর চক্রবর্তী রচিত 'মড়া'র দেহে নব নাট্য রূপদানকারী এবং পরিচালনাকারী খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল যেন প্রাণ সঞ্চার করে 'মানুষ' মঞ্চ নাটক বানিয়েছেন।

■ *লেখক: ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা.*

এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উদ্যোগে ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ Post-Bali Developments in the WTO শীর্ষক চতুর্থ এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. মুস্তাফিজুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল- Post-Bali Developments in the WTO: Addressing the Emerging Challenges to Safeguard Bangladesh's Interests.

সেমিনারের শুরুতেই ধন্যবাদ বক্তব্য দেন বিবিটিএর নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ও সভাপতি মোঃ গোলাম মোস্তফা। এরপর বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নানামুখী কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গর্ভনর এস. কে. সুর চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় দেশ উল্লেখ করে কোটা ও শুল্কমুক্ত বাজার ব্যবস্থার উপর জোর দেয়ার পক্ষে মত দেন। এছাড়াও দেশের উন্নয়নে দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণ, সর্বস্তরে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ এবং ব্যবসার পরিবেশকে আরও বিনিয়োগবান্ধব করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। এরপর সিপিডির গবেষক ড. মুস্তাফিজুর রহমান বালিতে অনুষ্ঠিত নবম মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলনের নানা দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সেমিনারে ব্যাংকের সকল বিভাগের মহাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দেন।

ড. মুস্তাফিজুর রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন

ই-লাইব্রেরি সাইটে বাংলাদেশ গেজেট

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি ১৯৭১ সাল থেকে অদ্যাবধি প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের Weekly Gazette Ges Extraordinary Gazette সমূহ সংরক্ষণ করে আসছে। পাঠকদের সুবিধার্থে ২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলাদেশ Extraordinary Gazette এর সকল গুরুত্বপূর্ণ আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধিমালা, চুক্তি ইত্যাদির সফ্টকপি ই-লাইব্রেরি সাইটে আপলোড সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আপলোড করা হবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য গুরুত্বপূর্ণ সব গেজেট ধারাবাহিকভাবে আপলোড করা হবে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী গেজেটসমূহ ই-লাইব্রেরি সাইট (http://intranet.bb.org.bd/elibrary/index.php) হতে সার্চ করে পুরো টেক্সট সংগ্রহ, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করতে পারবেন।

বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে গভর্নর ড. আতিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মিজানুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. প্রফেসর অরুণ কুমার গোস্বামী, ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দেলোয়ার হোসাইন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্মসম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন।

আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ে আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ২৩ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ মতিঝিলস্থ ব্যাংক কলোনি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকা আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ ২০টি বিভাগ অংশগ্রহণ করে। এতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট (এফইওডি) দল এবং রানার্স আপ হয় ডিবিআই-৪ দল। প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট হন এফইওডি দলের আরিফ হোসেন পাভেল। তিনি ছয় খেলায় সর্বোচ্চ ১১৫ রান এবং ১২টি উইকেট লাভ করেন। এইচআরডি-১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং ক্লাব কর্মকাণ্ডকে আরও উন্নত করতে কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন।

ট্রফি হাতে চ্যাম্পিয়ন দল

মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত

মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে মহাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এছাড়াও ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার, চিফ ইকোনমিস্ট, ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল কনসালটেন্ট, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সভার সভাপতি নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল এতে সূচনা বক্তব্য দেন। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা গভর্নর নির্বাচিত হওয়ায় গভর্নর ড. আতিউর রহমানকে অভিনন্দন জানান।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে মহাব্যবস্থাপকদের প্রত্যেককে আরও আধুনিক, ডিজিটালাইজড করে, দ্রুত সমস্যা সমাধান ও স্বচ্ছতা আনয়নে তৎপর হওয়ার নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে দেখতে চাই বিশ্বমানের আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে। আবার অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবেও। মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করে গভর্নর তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। সম্মেলনে 'Sources of Growth' বিষয়ক এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন ব্যাংকের চিফ ইকোনোমিস্ট ড. বিরূপাক্ষ পাল।

এরপর মহাব্যবস্থাপকদের সঙ্গে ব্যাংকের নানামুখী কার্যপরিচালনা নিয়ে ডেপুটি গর্ভনর এস. কে. সুর চৌধুরীর পরিচালনায় 'Open Discussion Session' অনুষ্ঠিত হয়। আলোচিত সব বিষয়ের সারমর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী। এরপর ব্যাংকের কৌশলগত নানা পরিকল্পনা তুলে ধরেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ।

মতিঝিল নিবাসে বিদ্যালয় ও আবাসিক ভবন উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মতিঝিল নিবাসে বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পাঁচতলা ভবন এবং কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত ১১ তলা আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করেন। এসময় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এবং নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান, আহমেদ জামাল ও নির্মল চন্দ্র ভক্তসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ফলক উন্মোচন করে বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন করেন। তিনি নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য সকলকে গুরুত্ব সহকারে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এসময় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি, সদস্যগণসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

এ ছাড়াও গভর্নর ড. আতিউর রহমান মতিঝিল নিবাসে ১১ তলা আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করেন। ভবনটির উদ্বোধনের প্রাক্কালে নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত স্বাগত বক্তব্য রাখেন। গভর্নর তাঁর বক্তব্যে মতিঝিল নিবাসস্থ বিদ্যমান পুরাতন জরাজীর্ণ ভবনসমূহের স্থলে

ড. আতিউর রহমান নতুন বিদ্যালয় ভবন উদ্বোধন করছেন

পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন বহুতল ভবন নির্মাণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সকলকে কাজ করার নির্দেশ দেন। বিদ্যালয় ও আবাসিক ভবন উদ্বোধনকালে গভর্নর ড. আতিউর রহমান দুটি নিমগাছের চারা রোপণ করেন।

উল্লেখ্য, নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনটিতে ২৬টি শ্রেণিকক্ষ, চারটি ল্যাবরেটরি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কক্ষসহ আধুনিক নানা সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। আবাসিক ভবনটিতে লিফট, জেনারেটর, পার্কিং এরিয়াসহ ৪০টি আধুনিক ফ্ল্যাট রয়েছে।

খুলনা অফিস

প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় ১০ জানুয়ারি ২০১৫ খুলনা অফিসের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ' বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউয়ের ডেপুটি হেড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ৬৫জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে মানি লন্ডারিংয়ের বিভিন্ন দিক, ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি, KYC, STR, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিস্টেম চেক পরিদর্শন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বিরাজমান বিভিন্ন গাইডলাইন্স ও সার্কুলার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্রসহ বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

কর্মজীবি ও পথশিশুদের ব্যাংকিং সেবা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সেভ দি চিলড্রেনের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে 'কর্মজীবী ও পথশিশুদের জন্য ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম' বিষয়ে সম্প্রতি একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং শিশুদের জন্য কাজ করছে এমন এনজিও প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র, উপমহাব্যবস্থাপক আমজাদ হোসেন খান, সেভ দি চিলড্রেনের উপপরিচালক শামসুল আলম এবং এনজিও মাসাস এর নির্বাহী পরিচালক শামীমা সুলতানা শীলু। কর্মজীবী ও পথশিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা এবং বর্তমান আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাদের জন্য ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের আয়োজনে এবং খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় ১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে খুলনা অফিসের সম্মেলনকক্ষে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে এক আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউয়ের ডেপুটি হেড ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্রসহ খুলনা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের অবস্থান ও গৃহীত ব্যবস্থাদি এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে খুলনা অঞ্চলের ব্যাংকসমূহের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিএফআইইউ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আশা প্রকাশ করেন।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর আউট রিচ প্রোগ্রামের আওতায় ৬ -৮ জানুয়ারি ২০১৫ খুলনা অফিসের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মানি অ্যান্ড ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিং শীর্ষক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কোর্স। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা তিনদিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। কোর্স ডিরেক্টর ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপমহাব্যবস্থাপক মাহফুজা খানম। তিনিসহ এ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারী এবং যুগ্মপরিচালক শবনম শিরিন। প্রশিক্ষণে নির্ভুল রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব আলোচনা ছাড়াও এসবিএস-২, এসবিএস-৩ ও এসএমই রিপোর্টিংয়ের ওপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেওয়া হয়। সমাপনী দিনে সনদ বিতরণ করেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

চট্টগ্রাম অফিস

নারী উদ্যোক্তা সেমিনারে গভর্নর

বাংলাদেশ ইনস্পায়ার্ডের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যৌথভাবে চট্টগ্রামের স্থানীয় একটি হোটেলে ২১ ডিসেম্বর ২০১৪ 'ক্রেডিট অ্যাক্সেস ফর উইম্যান এন্টারপ্রেনিয়ার্স-চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য ওয়ে ফরোয়ার্ড' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

গভর্নর চট্টগ্রামে নারী উদ্যোক্তা আয়োজিত মেলার উদ্বোধন করছেন

চিটাগাং উইম্যান চেম্বারের সভাপতি কামরুন মালেকের সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এফবিসিসিআই'র প্রথম সহ সভাপতি মনোয়ারা হাকিম আলী, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী ও বাংলাদেশ ইনস্পায়ার্ডের কনসালটেন্ট অ্যান রেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বিনা জামানতে নারী উদ্যোক্তাদের ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক সব সময় চায় ঋণ পেতে নারী উদ্যোক্তারা যেন কোনো ভোগান্তির শিকার না হয়। নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে কোনো ঋণখেলাপি নেই। নারী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের হটলাইন এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে নারী উদ্যোক্তারা অভিযোগ করতে পারেন। তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সেমিনারে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাগণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সদরঘাট অফিস

আলোচনা সভা ও বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট অফিসের প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ডের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে সদরঘাট অফিসে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে সদরঘাট অফিসে কর্মরত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সংবর্ধনা দেয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ডের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মোঃ সেলিম মিয়ার সভাপতিত্বে এবং বশির আহম্মদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে একাত্তরে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান ও আত্মত্যাগকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। আগামী দিনে যাতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জীবন ও দেশ গড়তে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান সৈয়দ মুজিবর রহমান, গোলাম মাহবুব রব্বানী, মোঃ হাবীবুল্লাহ, মোঃ আল-আমিন, এ,এস,এম,তৌহিদুর রহমান, মোঃ আহসানুল জিয়া, মোঃ ফিরোজ মাহমুদ নয়ন, ইমরান হোসাইন, মোঃ মেরাজুল ইসলাম ও রাজিনা জাহান খানকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

সিলেট অফিস

নির্বাহী পরিচালকের সিলেট অফিস পরিদর্শন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় নির্বাহী পরিচালক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় অফিসের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

অফিস পরিদর্শনের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণের লক্ষ্যে চিত্রকর্ম প্রতিযোগিতায় সান্ত্বনা পুরস্কারের জন্য মনোনীত সিলেট অফিসের উপব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাফিজের কন্যা আনিকা তাসনিম সাদিয়াকে পুরস্কার প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল শিশুচিত্রশিল্পীকে পুরস্কার প্রদান করছেন

বগুড়া অফিস

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসে দুইদিন ব্যাপী ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বগুড়া অফিসের আওতাধীন ২৫টি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন।

কোর্সটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএর উপমহাব্যবস্থাপক শাহিন-উল-ইসলাম। প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন যুগ্মপরিচালক নাদিরা আকতার। এছাড়াও বগুড়া অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের এফইপিডি'র উপপরিচালক সালমা আক্তার।

কোর্সে বক্তারা বৈদেশিক মুদ্রার দৃশ্যমান প্রাপ্তি ও প্রদান, বিভিন্ন বিবরণী, অনলাইন ইমপোর্ট এক্সপোর্ট মনিটরিং, অনলাইন টিএম ফরম, সি ফরম, ওয়েজ আর্নার্স রেমিটেন্স, আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স, ব্যাক টু ব্যাক এলসি এবং ত্রুটিপূর্ণ লেনদেন/রিপোর্টিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথি

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার সম্মেলনকক্ষে মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীর সভাপতিত্বে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের ৭৫তম সভা ৮ ডিসেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় রিপোর্ট প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে ২৯ নভেম্বর যে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় তার ফলপ্রসূতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংক শাখাসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

রাজশাহী অফিস

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ৬ ডিসেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় এ সম্মেলনের আয়োজন করে। প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ও বিএফআইউয়ের ডেপুটি হেড ম. মাহফুজুর রহমান কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে Know Your Customer (KYC) যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সকলকে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, এখন থেকে প্রয়োজনবোধে Know Your Employee (KYE) বিষয়েও ব্যাংকগুলোকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক এ কে এম এহসান, যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ মাহবুব আলম ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের উপপরিচালক এ কে এম নুরুন্নবী। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪৩ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

অতিথিদের সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য

জন্ম শতবর্ষে জয়নুল

জয়নুল আবেদিন। নামেই যাঁর পরিচয়। যিনি চিত্রশিল্পকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব এক ধারায়। বাংলার চিত্রশিল্প আর এ অঙ্গনের শিল্পীদের নিয়ে গেছেন অনন্য এক মর্যাদায়। দেশের চিত্রশিল্প আর শিল্পীকে দেশ-মহাদেশ ছাড়িয়ে তুলে ধরেছেন বিশ্ব দরবারে। চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাসের রং এঁকে জয়নুল আবেদিন ক্যানভাসে তুলে আনেন মর্মস্পর্শী দলিল। ১৯৪৩ সালে আঁকা দুর্ভিক্ষের উপর এমন চিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য আরেকটি পাওয়া যায় না।

জন্ম পরিচয়

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে ২০১৪ সাল ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মশত বার্ষিকী। তিনি এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার যে সূচনা করেছিলেন ১৯৪৮ সালে, তা বিকশিত হয়ে এখন আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে গেছে। এক্ষেত্রে জয়নুল আবেদিন যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তা হয়ে আছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

নানা চিত্রকর্মে জয়নুল

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকে আমাদের দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমেই তিনি সবার উপরে স্থান করে নেন। পান বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাঁর চিত্রকর্মে ফুটে ওঠে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের ক্ষুধা, আর্তি, সংগ্রাম ও মর্মবেদনার চিত্র। তাঁর আঁকা ছবিতে তেলরং ও জলরংয়ে দেশি-বিদেশি রীতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখা যায়। মূলত ১৯৫১-৫২ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণের পর তাঁর শিল্পরীতিতে ভিন্ন এক ভঙ্গিমা তৈরি হয় বলে শিল্পবোদ্ধারা মনে করেন। তার চিত্রের মধ্যে রয়েছে- পঞ্চাশের দশকে আঁকা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম', তেলরংয়ে আঁকা 'শ্রমের মর্যাদা', মেক্সিকোর তিওতিহুয়াকানে আঁকা 'ভারবাহী পশু'। আরও রয়েছে কালি, ওয়াশ ও মোমে অঙ্কিত 'মনপুরা-৭০' তেলরং ও মোম দ্বারা অঙ্কিত 'নবান্ন', 'ব্রহ্মপুত্র তীরে ফেরির জন্য অপেক্ষা', 'বিদ্রোহী গরু', ১৯৬৯ সালে জলরংয়ে আঁকা 'স্টাডি', 'গুণটানা' ইত্যাদি।

বাংলার নারীদের নিয়ে চল্লিশের দশকে 'উপজাতি কিশোরী', পঞ্চাশের দশকে আঁকা 'প্রসাধন', 'উপজাতি নারী', ১৯৫১ সালে জলরংয়ে আঁকা 'স্নানের পর', 'কলসি কাঁখে নারী', 'সাঁওতাল রমণীরা' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ১৯৫৩ সালে রঙিন কালিতে 'বাঙালি নারী', 'মা ও শিশু', 'দাঁড়ানো নারী', 'তিন নারী', 'নারী মুখ', 'পাইন্যার মা', 'কেশচর্চা', ১৯৭২ সালে অ্যাক্রেলিক রংয়ে আঁকা 'আয়নাসহ বধূ', 'দুই বেদেনি', উল্লেখ করার মতো চিত্রকর্ম। বাংলার চাষিদের নিয়ে জয়নুল এঁকেছেন 'কৃষক ও তার গরু'। আর নিজের বিদ্রোহের রূপ তিনি চিত্রিত করেছেন 'বিদ্রোহী গরু' ও 'বিদ্রোহী গরুগুলো' নামে কয়েকটি চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে। আরও আছে 'বুড়িগঙ্গায় স্টিমার', 'মাছ ধরা', ১৯৩৮ সালে আঁকা 'ধান মাড়াই', 'বড়শি দিয়ে মাছ ধরা', 'রাখাল বালকেরা' ইত্যাদি।

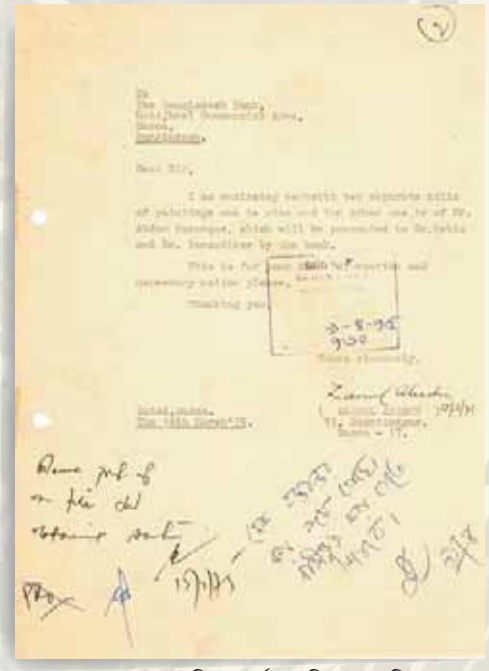

১৯৭৫ সালে শিল্পাচার্যের দাখিল করা বিল

এছাড়াও প্রকৃতির ছবির রস-গন্ধ পাওয়া যায় পঞ্চাশের দশকে জলরংয়ে আঁকা 'হিলি নদীতে নৌকা', 'ময়ূরাক্ষী', চল্লিশের দশকে আঁকা 'দুমকার ভূপ্রকৃতি' ইত্যাদি শিল্পকর্মে।

নানা রূপে জয়নুল

শিল্পাচার্য ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ময়মনসিংহে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের এক সভায় একাত্মতা ঘোষণা করে পাকিস্তান সরকারের দেওয়া 'হেলালে ইমতিয়াজ' উপাধি ত্যাগ করেন। স্বাধীনতার পর স্বাধীন বাংলাদেশে শিল্পাচার্য নিয়োগ পান বাংলা একাডেমির সভাপতির পদে। ১৯৭৩ সালে তিনি নিয়োগ পান বাংলাদেশ সংবিধানের শিল্পকর্ম ও মুদ্রণের জন্য শিল্পীদের গঠিত প্রধান উপদেষ্টার পদ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন

শিল্পাচার্য নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করতেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে তাঁর একটি এবং শিল্পী আব্দুর রাজ্জাকের একটি চিত্রকর্ম বিক্রি করেছিলেন ১৬০০ টাকায়। এ দুটি চিত্রকর্ম দুজন বিদেশি অতিথিকে উপহার দেওয়ার জন্য কেনা হয়েছিল বলে ব্যাংকের নথিপত্রের মাধ্যমে জানা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে তাঁর স্বাক্ষর করা বিলটি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

জয়নুল আবেদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিখ্যাত 'মই দেয়া' চিত্রকর্ম অবলম্বনে ৫০ টাকা মূল্যমানের নোট গত ৭ মার্চ, ২০১২ তারিখে প্রচলন করে। গভর্নর আতিউর রহমান স্বাক্ষরিত ৫০ টাকা মূল্যমানের ১৩০/৬০ মিলিমিটার সাইজের এই ব্যাংক নোটে সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। নোটের পিছন দিকে রয়েছে শিল্পীর অংকিত বিখ্যাত 'মই দেয়া' ছবিটি। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের চারু শিল্পকর্ম সংগ্রহ অভিযানে যখন জানা গেল এ মহান চিত্রশিল্পীর একটি শিল্পও ব্যাংকের সংগ্রহে নেই তখন ম্যুরাল কমিটির উদ্যোগে শিল্পাচার্যের স্ত্রী জাহানারা আবেদিনের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় 'প্যালেস্টাইন যোদ্ধা' নামের একটি চিত্রকর্ম।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের মই দেয়া চিত্রকর্ম অবলম্বনে ৫০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট

জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের মানুষকে তীব্রভাবে ভালোবেসেছিলেন। বাংলাদেশ, এ দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে তিনি তাঁর চিত্রকর্মের মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এ চিত্রের সৌন্দর্যে আলোকিত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকও।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা

মোঃ হাবিবুর রহমান

সরকারি ঋণ (Public/Government Debt) বলতে একটি দেশের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণকে বুঝায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য ফেডারেল অঞ্চলে সরকারি ঋণ বলতে প্রাদেশিক, পৌর বা স্থানীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণকেও বোঝায়। সরকারি ঋণ (মোট জাতীয় ঋণ: স্থানীয়, প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ) একটি দেশের সরকার কর্তৃক অভ্যন্তরীণ বা বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণ হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে জনস্বার্থে ব্যয়ের পরিমাণকেও বুঝায়। সরকারি ঋণ সরকারের কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অন্যতম একটি মাধ্যম। এছাড়াও সরকার অতিরিক্ত টাকা ছাপিয়েও তার কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করতে পারে; এতে সুদ প্রদান করতে না হলেও অতিমুদ্রাস্ফীতি (Hyperinflation) দেখা দিতে পারে বলে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

সরকারি ঋণ অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হলেও, তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ইংরেজ সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ামের শাসনামলে। এর পূর্বে রাজা-বাদশাহগণ তাদের ব্যয় নির্বাহ অথবা যুদ্ধে অর্থায়নের জন্য বণিক শ্রেণির নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন যা বেশিরভাগ সময়ই অপরিশোধিত রয়ে যেত- প্রায়ই রাজা-বাদশাহগণ যুদ্ধে হেরে গেলে বিজয়ীগণ পূর্বের সরকারের ঋণকে অস্বীকার করতেন এবং একনায়কতান্ত্রিক কায়দায় তা পরিশোধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। ইংরেজ সম্রাট তৃতীয় উইলিয়াম ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থায়নের জন্য বণিক শ্রেণির অনীহার কারণে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ জনগণের পক্ষে নেয়া এবং পরবর্তী সরকার শর্তের দ্বারাই তা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। তখন চার্লস মন্টেগু, প্রথম আর্ল অব হ্যালিফ্যাক্স, ১৬৯৪ সালে সরকারের জন্য ১.২ মিলিয়ন পাউন্ড ঋণের প্রস্তাব করেন, যার বিনিময়ে ঋণদাতাগণ 'গভর্নর এবং কোম্পানি অব ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' নামে অভিহিত হবেন এবং এরা ব্যাংক নোট ইস্যুসহ দীর্ঘস্থায়ী ব্যাংকিংয়ের সুবিধা পেতেন। এভাবেই সরকারের ঋণের অর্থের যোগানদাতা ও সমন্বয়ক হিসেবে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গোড়াপত্তন হয়, যা পরবর্তী সময়ে প্রত্যেক দেশে সরকারি কর্মকাণ্ডে অর্থায়নে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সরকারের ঋণ খেলাপি হওয়ার সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে।

অনেকেই মনে করেন ঋণ করে অবকাঠামো তৈরি করা অনেকটা গরিবের ঘোড়ারোগের মতো। ঋণ শব্দটি শ্রুতিকটু মনে হলেও অর্থনীতির ভাষায় সরকারি ঋণ সব সময় ততটা খারাপ নয়; কারণ সময়ের সাথে সাথে অর্থের মূল্য বা উপযোগিতা পরিবর্তন হয় এবং বর্তমান সময়ের কোনো অবকাঠামো খাতে ব্যয় করা অর্থের পরিমাণ ২০ বা ৩০ বছর পরের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম এবং তৈরিকৃত অবকাঠামো থেকে প্রাপ্ত সুবিধা আর্থিক মূল্যে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু সেতু তৈরির জন্য স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৬৯ সালে Freeman Fox and Partners of UK কোম্পানি জরিপ করে ১৭৫ মিলিয়ন ডলার সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করে যা ১৯৯৮ সালে তৈরির সময় ৯৬২ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। একইভাবে ২০০৭ সালে বহুল আলোচিত পদ্মা সেতুর প্রাক্কলন ব্যয় ছিল ১০,১৬১ কোটি টাকা যা ২০১১ সালে দ্বিগুণ হয়ে ২০,৫০৭ কোটি টাকায় পৌঁছায় যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ঋণ নিয়ে অবকাঠামো তৈরি করলে তার আর্থিক উপযোগিতা অনেক বেশি হতো এবং সে ঋণ জনগণের জন্য সুফল বয়ে আনত। এছাড়াও সরকার অনুন্নয়ন খাত যেমন সরকারি কর্মচারীদের পেনশন প্রদান ও স্বাস্থ্য খাতের জন্যও ঋণ করে থাকে যা পরোক্ষ ঋণ (implicit debt) হিসেবে বিবেচিত।

সরকার কতৃক ঋণ গ্রহণ মানেই সরকারের অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বের প্রমাণ নয়। পৃথিবীতে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে পরিচিত দেশসমূহ যেমন ঃ জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানিসহ অনেক দেশই সরকারি ঋণের মাধ্যমে অবকাঠামো গড়ে তুলছে। ঋণী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত দেশসমূহ বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত। CIA World Factbook ২০১৩ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের সরকারি ঋণের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো-

দেশ	সরকারি ঋণ (বিলিয়ন ডলার)	জিডিপির %	মাথাপিছু (ডলার)	বিশ্বের সর্বমোট সরকারি ঋণের হার
জাপান	৯,৮৭২	২১৪.৩০%	৭৭,৫৭৭	১৭.৫৩%
যুক্তরাষ্ট্র	১৭,৬০৭	৭৩.৬০%	৩৬,৬৫৩	৩১.২৭%
ইতালি	২,৩৩৪	১২৬.১০%	৩৭,৯৫৬	৪.১৪%
কানাডা	১,২০৬	৮৪.১০%	৩৪,৯০২	২.১৪%
যুক্তরাজ্য	২,০৬৪	৮৮.৭০%	৩২,৫৫৩	৩.৬৭%
জার্মানি	২,৫৯২	৮১.৭০%	৩১,৯৪৫	৪.৬০%

উল্লিখিত তালিকানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, জাপানের ঋণের পরিমাণ জিডিপির ২১৪ ভাগ এবং মাথাপিছু ঋণ ৭৭,৫৭৭ মার্কিন ডলার যা পুরো বিশ্বে সর্বোচ্চ; তথাপি জাপান বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্সসহ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশসমূহ সরকারি বন্ড বা শেয়ার ছেড়ে সহজেই বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারে। অধিক ঋণী হলেও এসব

দেশের সরকারের উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থাই বিশ্ববাজারে তাদের শক্তিশালী অবস্থান সৃষ্টি করেছে।

জিডিপির বিপরীতে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের ঋণ ১৯৯৪ সালে জিডিপির বিপরীতে সর্বোচ্চ ৪৪.৯০% এ পৌঁছায় যা ২০১৪ সালে দেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন ১৮% এ রয়েছে।

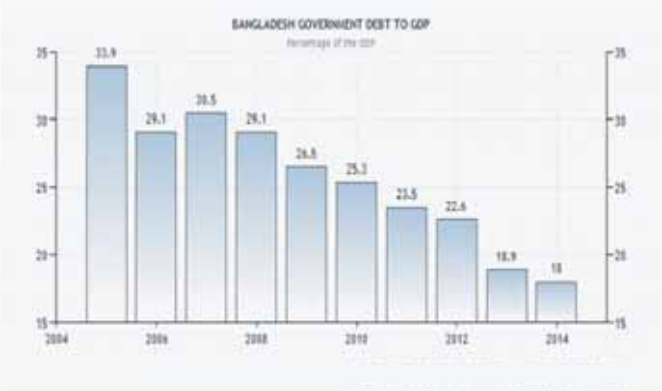

সরকারি ঋণ দুই ধরনের-

ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ: দেশের অভ্যন্তরীণ ঋণদাতাদের নিকট থেকে গৃহীত ঋণকে বুঝায়। এর অন্যতম উৎসসমূহ হলো দেশি-বিদেশি মুদ্রায় ছাড়া শেয়ার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ও সঞ্চয়পত্র।

খ) বহিঃঋণ: বিদেশি ঋণদাতা দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণই বহি:ঋণ। এর উৎসসমূহ হলো বন্ড, আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রসমূহ থেকে গৃহীত ঋণ। এছাড়াও, সরকারের সার্বভৌম ঋণও রয়েছে যা দ্বারা বিদেশি মুদ্রায় বন্ড ইস্যু করে সংগৃহীত ঋণকে বুঝায়।

যাদের অর্থনীতির জ্ঞান সীমিত, স্বভাবতই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে "সরকার কতটুকু ঋণ গ্রহণ করতে পারে ? কিংবা সরকার কি তার ইচ্ছেমতো ঋণ গ্রহণ করতে পারে ?" মূলত সরকারের ঋণ গ্রহণের সীমা নিম্নোক্ত অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহের উপর নির্ভরশীল ঃ

ক) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় খ) তুলনামূলক সুদের হার গ) ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতা ঘ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ঙ) বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও নিরাপত্তা চ) বিদেশি ক্রয় ছ) মুদ্রাস্ফীতি।

সরকারকে ঋণদানের ক্ষেত্রে দাতা বা বিনিয়োগকারীগণ একটি দেশের জিডিপির বিপরীতে সরকারি ঋণের পরিমাণকে বিবেচনা করে থাকেন। সরকারের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা ও পূর্বের ঋণ পরিশোধের ইতিহাস সরকারের অর্থ যোগানে বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করে।

সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম উপকরণ হলো ট্রেজারি বিল। ঐতিহাসিকভাবে সর্বপ্রথম ১৮৭৭ সালে যুক্তরাজ্যে এ বিল চালু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে মহামন্দার সময় ১৯২৯ সালে এ বিলের গোড়াপত্তন হয়। সরকার কর্তৃক টাকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং মূলধন উত্তোলনের লক্ষ্যে মুক্তবাজার পদ্ধতিতে স্বল্প মেয়াদে (সাধারণত এক বছরের কম সময় বা তিন মাস মেয়াদে) ট্রেজারি বিল ছাড়া হয়। 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত' এ বিলে প্রত্যক্ষ সুদ বা লভ্যাংশ প্রদান করা হয় না। একটি নির্দিষ্ট মূল্যের এ বিল সরকার কর্তৃক একটি নির্ধারিত হারে ছাড় দিয়ে বিক্রয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ১০,০০০ টাকা সমমূল্যের একটি বিল হয়তো ৯,৮০০ টাকায় বিক্রয় করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ক্রেতা বা ক্রয়কৃত প্রতিষ্ঠান মেয়াদান্তে তা ১০,০০০ টাকায় বিক্রয় করে এবং (১০০০০-৯৮০০)=২০০/৯৮০০ = ০.২০ × ১০০ = ২.০৪% লাভ করে থাকে। ট্রেজারি বিল বিক্রয়ের সময় প্রদত্ত ছাড়কে redemption মূল্য বলা হয়। এ খাতে সুদের হার আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করে থাকে; কারণ তা কর্পোরেট বন্ড এবং ব্যাংকের সুদের হারের উপর প্রভাব ফেলে। ট্রেজারি বিলে লাভের পরিমাণ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমমেয়াদি শেয়ারের (সিকিউরিটিজ) লাভের চেয়ে কম হলেও উন্নত বিশ্বে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণ ট্রেজারি বিলের উপর অনেক বেশি আস্থা রাখেন। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বলে এ বিলকে বিনিয়োগকারীগণ ঝুঁকিমুক্ত মনে করেন। স্বল্প মেয়াদি হিসেবে বাংলাদেশে ৯১ দিন, ১৮২ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিল চালু রয়েছে।

ট্রেজারি বন্ড অনেকটা ট্রেজারি বিলের বিপরীত। সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান এবং মেয়াদান্তে দাতার মূলধন ফেরতের প্রত্যয়নের মাধ্যমে যে বন্ড বিক্রয় করে থাকে তা ট্রেজারি বন্ড। ট্রেজারি বন্ড সাধারণত ১০ বছর বা অধিক সময়ের জন্য ছাড়া হয়। ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মাঝামাঝি অর্থাৎ এক বছরের অধিক সময় থেকে ১০ বছরের কম সময় পর্যন্ত সময়ের জন্য আরেক ধরনের নোট রয়েছে যা ট্রেজারি নোট হিসেবে বিবেচিত। তবে বাংলাদেশে এ ধরনের নোটের প্রচলন নেই। ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি নোটের পরই ট্রেজারি বন্ডকে ঝুঁকিমুক্ত বা সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ বলে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশে ট্রেজারি নোটের প্রচলন না থাকায় ট্রেজারি বন্ডসমূহ ২ বছর, ৫ বছর, ১০ বছর, ১৫ বছর ও ২০ বছর মেয়াদে হয়ে থাকে। শক্তিশালী অর্থনীতির দেশসমূহে সক্রিয় (active) সেকেন্ডারি মার্কেট রয়েছে এবং সাধারণত অর্ধ-বার্ষিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। তবে বাংলাদেশে ট্রেজারি বিল বা বন্ডের সেকেন্ডারি মার্কেট এখনও গড়ে ওঠার পর্যায়েই রয়েছে।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত বন্ডের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড।

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারি ঋণ সংগ্রহের অন্যতম উৎস হলো সঞ্চয়পত্র। প্রতি বছরই বাজেটে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে সরকারের কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের জন্য ঋণ গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে। সুদের হার বেশি হওয়ায় এবং বর্তমানে ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সঞ্চয়ের উপর কম সুদ প্রদান করায় সরকার সহজেই নির্ধারিত ঋণের লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখাসমূহ, সকল তফসিলি ব্যাংকের শাখাসমূহ এবং ডাকঘরসমূহে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যায়।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত সঞ্চয়পত্রসমূহ হলো-

ক) পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র
খ) তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র
গ) পেনশনার সঞ্চয়পত্র
ঘ) পরিবার সঞ্চয়পত্র
ঙ) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক

সঞ্চয়পত্রের সুবিধাসমূহ হলো সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ; ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে লভ্যাংশ বেশি; হারিয়ে গেলে, চুরি হলে বা নষ্ট হলে ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র সংগ্রহ করা যায়; ক্রেতার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে নমিনির মাধ্যমে মূল অর্থ তোলা যায়; মেয়াদান্তে সামাজিক নিরাপত্তা প্রিমিয়াম পাওয়া যায়; এক অফিস থেকে ক্রয় করা সঞ্চয়পত্র অন্য অফিসে স্থানান্তর করা যায়।

সঞ্চয়পত্রের অসুবিধাসমূহ হলো এক বছরের পূর্বে ভাঙালে কোনো লভ্যাংশ পাওয়া যায় না; বেসরকারি ব্যাংকসমূহ সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ে তেমন আগ্রহী নয়; লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয়পত্র বিক্রয় হলে সরকারের ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় যা অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে; গৃহীত ঋণ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত খাতে সঠিকভাবে ব্যয় না করলে সরকারের ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পায়।

■ *লেখক : এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

রাঙ্গামাটিতে রঙিন আড্ডা

মকবুল হোসেন সজল

অধিকোষ টিম নিয়ে ঢাকার বাইরে সাহিত্য আড্ডার ইচ্ছে অনেক দিনের। সভাপতি মিজানুর রহমান জোদ্দার স্যারের চট্টগ্রাম অফিসে পোস্টিং হওয়ায় সে ইচ্ছে আরও বেশি ডানা মেলল। মেলে ধরা সে ডানায় ভর করে ১২ সদস্যের দল নিয়ে ১৭ ডিসেম্বর'১৪ তারিখ বিকেল ৩টায় সুবর্ণ এক্সপ্রেসে রওয়ানা হলাম। চা, কফি ও ননস্টপ আড্ডাকে সাথে নিয়ে ননস্টপ সুবর্ণ চট্টগ্রাম পৌঁছলো রাত ১০টায়। পাঁচ সদস্যের দল নিয়ে উড়োজাহাজের ডানায় ভর করে সেখানে আগেই পৌঁছে গেছেন শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা ম. মাহফুজুর রহমান। সভাপতি মহোদয় সব বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। রাতের খাবার শেষে ১১টায় ১৮ জন একত্রিত হলাম ইডি স্যারের বিশাল ড্রয়িং রুমে। ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিয়ে ঘুমাতে গেলাম যার যার রুমে।

১৮ তারিখ সকাল সাড়ে দশটা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ৩০/৩২ জন সাহিত্যকর্মী একত্রিত হলাম মিনি কনফারেন্স রুমে। অধিকোষ সভাপতির সূচনায় শুরু হওয়া সাহিত্য আড্ডায় মাহফুজ স্যারের মুখে মূল বক্তব্য এবং ফিলিপাইন, মরিশাস ও ব্রাজিল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনে চমৎকৃত হলাম আমরা। এরপর মল্লিক, সখা ও হাসিনার দরাজ ও সুললিত কণ্ঠে বিখ্যাত সব কবিতার আবৃত্তি শুনলাম। পর্যায়ক্রমে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন বরকত, শংকর, কাশেম, জোহরা, শামিম আরা, সাফি, রফিক, আলিফ, রাজেশ, গোবিন্দ ও রোয়াজা। নিজের লেখা গল্পের অংশবিশেষ শোনালেন ইশরাত-ই-মাওলা। সবশেষে অধিকোষের গল্প শুনিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে এক রকম মুগ্ধতা ছড়িয়ে দেন অধিকোষ সভাপতি জোদ্দার স্যার।

মধ্যাহ্নভোজের ঘণ্টাখানেক পর রাঙ্গামাটির উদ্দেশে যাত্রা হলো শুরু।

ওড়ার জন্য প্রস্তুত পানকৌড়ি

মাহফুজ স্যারের জিপের পেছনেই আমাদের মাইক্রো এবং তার পরে আরও একটি। শহর না পেরোতেই প্রাণ খুলে গাইতে লাগলাম হাসিনা মমতাজের নেতৃত্বে। 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ....' দিয়ে শুরু করে বিচিত্রসব গান। কোনোটি সুরে, কোনোটি বেসুরো গলায়। সামনের সিটে অবিরাম শিস বাজাচ্ছেন জোদ্দার স্যার। এভাবে শহর, গ্রাম, পাহাড়, জঙ্গল ছাড়িয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আঁকাবাঁকা, উঁচু নিচু পিচ ঢালা পথ বেয়ে সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছলাম লেক-পাহাড়ের শহর রাঙ্গামাটি। পর্যটন মোটেলে উঠে ফ্রেশ হয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাহিত্য আড্ডায় বসে পড়লাম সবাই মিলে। গান দিয়ে শুরু হলো। প্রাণভরে গান শুনলাম আদিবাসী শিল্পীদের কণ্ঠে। আদিবাসীদের নিজস্ব গান ছাড়াও বিখ্যাত কথা ও সুরের অনেক গান। সাথেই চললো আবৃত্তি। মজার মজার কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে চমৎকৃত করলেন কবি রহিম শাহ। তারপর আবৃত্তি করেন রব, হাসিনা, রফিক ও সখা। কৌতুক বলেন কামাল। আলাউদ্দিন আলিফের গজলের পর রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা' আবৃত্তি করে সবাইকে চমকে দেন মাহফুজ স্যার। ঠাণ্ডায় বসে যাওয়া ভাঙ্গা স্বরের অজুহাতে আমি অধিকোষ সাধারণ সম্পাদক, রেহাই পেলেও রেহাই মিলল না সভাপতির। তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'। আবৃত্তি শেষে সবাইকে 'কুইজ' জিজ্ঞেস করলেন-কবিতাটি কোন মাসে লেখা। সবাই বললাম আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। সভাপতি মহোদয় জানালেন সঠিক উত্তর-ফাল্গুন মাস। কুইজ শেষে মোটেলের নির্ধারিত সময়ে রাতের খাবারের পর শুরু হয় বিচিত্র আড্ডা।

১৯ ডিসেম্বর সকাল আটটা। দ্রুত নাস্তা সেরে মোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে সবার শেষে লঞ্চে উঠলাম মাহফুজ স্যারকে নিয়ে। মনের ভেতর খুশির ফোয়ারা নিয়ে অন্যরা আগে থেকেই লঞ্চে। ঝুলন্ত ব্রিজের নিচ থেকে ছেড়ে দিল রিজার্ভ লঞ্চ। উদ্দেশ্য শুভলং বাজার। লঞ্চের ধারণক্ষমতা প্রায় ২০০ হলেও আমাদের সংখ্যা মাত্র ২০। লেক ভ্রমণ। তাই ছইয়ের তলায় কেউই নেই। সবাই চারদিক দেখতে ব্যস্ত। স্বচ্ছ নীল জল কেটে এগিয়ে চলল অধিকোষের লঞ্চ। ব্রিজ থেকে কিছুটা দূরে যেতেই রূপ বদলাতে লাগল রাঙ্গামাটি লেক। দুই পাশে অটল অবিচল সবুজ টিলা আর পাহাড়। একটু পর পর লেকের বাঁক। পাহাড় জুড়ে সারি সারি নানা জাতের গাছপালা ও পাখ-পাখালির ডাক। পাহাড়িদের জুম চাষের নানা ফলন। দুরের আঁকা-বাঁকা পথে ঝুড়ি কাঁধে মহিলাদের যাতায়াত। সবমিলে দারুণ মুগ্ধতা চারপাশে। নীল আকাশ, নীল জল ও সবুজ পাহাড়ের চোখ ধাঁধানো মিতালি ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত সবাই। বেশি ব্যস্ত রফিক, কামাল, রাজেশ ও ইশরাত। অপরূপ প্রকৃতির সাথে কখনো একক, কখনো দ্বৈত আবার কখনো গ্রুপ ছবি তুলতে ব্যস্ত ওরা। তবে ছবি তোলার ব্যাপারে সবাইকে ছাড়িয়ে মাহফুজ স্যার। তাঁর হাই রেজুলেটেড ক্যামেরা সবসময় প্রকৃতির দিকে। আসলে প্রকৃতি সব সময় সুন্দর। কোনো কোনো সময়

রাঙ্গামাটির ঝুলন্ত ব্রিজ

আবার অবর্ণনীয় সুন্দর। নীল হ্রদ আর সবুজ পাহাড়ে ভ্রমণে এসে মনে হচ্ছে প্রকৃতি নিজ হাতে তার ভক্তদের জন্য এত কিছু সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। তাই প্রকৃতিপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়কর এই সৌন্দর্যকে সবাই ধারণ করছে যার যার মতো করে। কেউ ক্যামেরার লেন্সে, কেউ চোখের রেটিনায়, কেউবা আবার মনের মণিকোঠায়।

রাঙ্গামাটি-শুভলং এর মাঝামাঝি বরকলে আসার পর লেকের রূপ যেন আরও বেড়ে গেল। বেড়ে গেল পাহাড়েরও রূপ। লেকের দু'পাশে এবার খাড়া উঁচু পাহাড়। কোনোটি এমনভাবে সবুজে ঢাকা যেন সবুজের বাজার। কোনোটি আবার যেন হাজার বছরের পুরাতন পাথুরে পাহাড়। রুক্ষ বা সবুজ এই পাহাড়ের ভাঁজগুলো দু'চোখের সামনে অপরূপ শোভা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যাদুকরী সেই ডাকে সাড়া দিয়ে লেক পাহাড়ের অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম শুভলং লঞ্চঘাটে। লঞ্চ থেকে নেমে অনেকেই ডানে বাজারের দিকে গেল। শামিম আরা, রাজেশ, ইশরাত ও রিনাসহ আমরা ৪/৫ জন বামে উঁচু পাহাড়ের দিকে এগুলাম। সময় খুব কম বলে তড়িঘড়ি করে খাড়া ঢাল বেয়ে কোনোমতে উঠে চললাম উপরের দিকে। একেবারে চূড়ায় উঠে পুলিশ ক্যাম্পের কাছ থেকে বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে তাকিয়ে মনে হলো সবুজাভ পাহাড়ের মাঝে নীলাভ জলরাশি নিয়ে দূরের ঐ লেক নীরবে যেন সম্প্রীতির গান গেয়ে চলেছে। অপূর্ব সেই সুরেলা গানের মূর্ছনায় বিমোহিত হয়ে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। সহযাত্রীদের ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে নিচে নেমে বাজারের দিকে এগুলাম কিছুটা। সেদিন হাটবার ছিল বলে প্রচুর ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য দেখার একটা সুযোগ হলো। একই সাথে শামিম আরা, ইশরাত ও রিনার সুযোগ হলো টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করার।

ঘাটে ফিরে এসে আগুন গরম চা খেয়ে সবাই লঞ্চে উঠলাম। এবার ফিরে যাবার পালা। আমাদের ২০ জনের সবাই যার যার অবস্থান নিয়ে চারপাশ দেখতে লাগলাম আবারও। সবকিছুই নতুন মনে হচ্ছে। সবুজ পাহাড়কে আরও সবুজ, নীল জলরাশিকে আরও নীল এবং পরিষ্কার আকাশকে আরও ঝকঝকে মনে হচ্ছে। তবে এবার কোনো হইচই নেই। ছবি তোলারও তোড়জোড় কম। শুধু অপলক চেয়ে থাকা। চেয়ে থাকা পাহাড়, লেক, অরণ্য আর আকাশের দিকে। চেয়ে থাকা পাহাড়ি কলা ভরা লঞ্চ বা বিপরীতগামী লঞ্চের ছাদে দ্রুতলয় গানের তালে নৃত্যরত পর্যটকদের দিকে। চেয়ে চেয়ে যেন ধন্য হলো দুটি চোখ। দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে গেল পথ। সে পথ শুধু পথ নয়, যেন নিসর্গের সাথে আলাপ করতে করতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলা। আর এভাবে এগুতে এগুতে হয়তো জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে এলাম পার্বত্য শহর রাঙ্গামাটিতে যা বিশাল লেকের মাঝে অবিরতই সৌন্দর্যের মুক্তা ছড়াচ্ছে।

রাঙ্গামাটি পৌঁছেই মাহফুজ স্যারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা মোতাবেক সুন্দর এক আমবাগানে আয়োজিত বনভোজনে অংশ নিয়ে খুবই আনন্দ করলাম আমরা। এরপর বেলা তিনটায় চট্টগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে আগের দিনের মতোই সুরেলা-বেসুরো গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম চুমারি হাউজের গেস্ট হাউজে। ফ্রেশ হয়ে ইডি মহোদয়ের ড্রয়িংরুমের মেঝে জুড়ে বিছানা পেতে আবার সাহিত্য আড্ডা শুরু করলাম। বিখ্যাত সব কবিতার আবৃত্তিসহ স্বরচিত কবিতা শুনলাম ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিকোষ সংশ্লিষ্ট কবি ও আবৃত্তি শিল্পীদের কাছ থেকে। রাত নয়টায় চট্টগ্রাম ক্লাবে গ্রান্ড ডিনার পার্টিতে অংশ নিয়ে ১০টায় আবারও ড্রয়িংরুমে। এবারে ঘরোয়া সঙ্গীতানুষ্ঠান। দীনময় রোয়াজার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের শিল্পীদের পরিবেশনা উপভোগ শেষে ঢাকার আলাউদ্দিন ও হাসিনার গান শুনলাম প্রাণ ভরে। সবশেষে দুই গ্রুপের গান গাওয়ার প্রতিযোগিতা। প্রথম দলের গাওয়া গানের শেষ শব্দ দিয়ে ২য় দলের গান গাওয়ার এই প্রতিযোগিতার বিচারক অধিকোষ সভাপতি উভয় দলকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

২০ ডিসেম্বর'১৪। সকাল আটটায় সবাই একসাথে নাস্তা শেষে পতেঙ্গার দিকে যাত্রা করে চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রিতে গেলাম। ১৯৩৯ থেকে '৪৫ সালের ২য় বিশ্বযুদ্ধে চট্টগ্রাম হাসপাতাল বা এ এলাকায় মিত্র বাহিনীর ৭৫৫ জন যোদ্ধার সমাধি আছে এই সিমেট্রিতে। সমাধিক্ষেত্র থেকে পতেঙ্গায় গিয়ে সৈকতে হাঁটাহাঁটি, স্পিডবোটে সমুদ্রে ঘোরাঘুরি ও টুকটাক কেনাকাটা শেষে বেলা একটার মধ্যেই গেস্ট হাউজে ফিরলাম। দুপুরে চট্টগ্রাম অফিস নেতৃবৃন্দ আয়োজিত লাঞ্চে অংশ নিলাম সবাই মিলে।

চট্টগ্রাম ওয়ার সিমেট্রি

লাঞ্চ শেষে বিদায় নেবার পালা। মাত্র আধাঘণ্টার বিদায় অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জানালাম অধিকোষ সভাপতিকে। অনন্য সুন্দর এই আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও আতিথেয়তার কথা আমরা কোনোদিন ভুলবনা। এছাড়া যার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই ধরনের আয়োজনের কথা আমরা ভাবতেই পারিনা তিনি, অধিকোষ উপদেষ্টা ম. মাহফুজুর রহমান। মূলত তাঁর প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনায় এই প্রাণবন্ত আয়োজন সম্ভব হয়েছে। তাঁকেও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালাম। তিনি অধিকোষের যেকোনো সৃজনশীল আয়োজনে সব সময় থাকবেন বলে জানালেন। সবশেষে সভাপতি মহোদয় অধিকোষের "চট্টগ্রাম ঘোষণার" খসড়া প্রকাশ করলেন। ঘোষণানুযায়ী এ ধরনের অনুষ্ঠান আবারও অনুষ্ঠিত হবে। বার বার হবে।

রেস্টহাউজ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম আমরা। গাড়িতে ওঠার আগে উপরে তাকিয়ে দেখি বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত নাড়ছেন জোদ্দার স্যার। আমার মনে হলো অধিকোষের প্রাণকে ছেড়ে যাচ্ছি আমরা। স্যালুট জানালাম তাঁকে। বিদায় সভাপতি মহোদয়। বিদায় চট্টগ্রাম অফিস। বিদায়।

■ *লেখক: জেডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা*

শুদ্ধ ভাষায় শুদ্ধাচার

শামীম আরা

চারিদিকে রব উঠে ঐ শুনা যায়
আমার মুখের ভাষা কে রে কেড়ে নিতে চায় ?
এই ভাষাতেই কথা বলি, কাঁদি, হাসি
প্রিয়জনের সাথে নিত্য ভালোবাসারও গান যে গাই হায়।
এরপর কারা যেন এসেছিল
সেই যুদ্ধের বিভীষিকা '৫২, '৭১ এর সময়
এই মায়ের ভাষাই কেড়ে নিতে
এরপর দীর্ঘ সময় যুদ্ধ শেষে
ওরা হেরে গেছে
না পারেনি, ঐ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী
আমাদের মা ডাক ভোলাতে।
তাই তো লক্ষ শহীদের রক্তে
লাল সবুজের পতাকায় আ'মরি বাংলা ভাষা
মায়ের ভাষা আহা মা।
সেই ভাষা শুদ্ধাচার হতেই হবে
না হলেই কে যেন দগ্ধ করে
লাল রক্তে জীবন যুদ্ধে
চুপিসারে বলে যায় নতুন প্রজন্মের কাছে
শুদ্ধভাবে এ ভাষার যত্ন করো হে
এ ভাষারই ভক্তে।
এ যেন এখন আর নয় ঘরে
বিশ্ব থেকে বিশ্বের দরবারে
চলো সবাই এগিয়ে যাই
আমাদের সম্মানে
সবাই মিলে জনে জনে
শুদ্ধভাবে যুদ্ধ করি এই ভাষারই জন্যে।

কবি পরিচিতি: জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ

আমার পায়ে পিতা হাঁটেন

অচিন্ত্য দাস

আমার ভাঙা আঁধার ঘরে
উদ্বোধনের অবাক ভোরে
যখন তোর অবোধ দু'চোখ
আমার চোখে ভাষা খোঁজে
বিশ্বভুবন হেসে ওঠে
অলস দুপুর রোদের ফাঁকে
কাজল মেঘের রেখা এঁকে
যখন তোর নিদ্রালু গাল
আমার গালের উষ্ণতা নেয়
আমার চোখে বৃষ্টি নামে
সারাদিনের শ্রান্তি শেষে
রাত দুপুরের পায়চারিতে
যখন তোর তুলতুলে গা
আমার হাতে ঘুমিয়ে পড়ে
আমার পায়ে পিতা হাঁটেন
আমার পায়ে পিতা হাঁটেন

কবি পরিচিতি: এডি, বিবিটিএ

ভালোবাসার রিভার্স রেপো

এস. কে. মুকিতুল ইসলাম

ভালোবাসার সেন্ট্রাল ব্যাংকে বাড়িয়েছি সি আর আর
জমা দাও আরও ভালোবাসা যা আছে তোমার
অনেকখানি হারিয়েছি দাম অযথা ভালোবেসে
ভালোবাসা আজ তুলে নেবো কিছু রিভার্স রেপোর বেশে
ডিসকাউন্ট রেট বাড়িয়ে তোমায় করবো সতর্ক
ভালোবাসাই অর্থনীতির প্রথম বিতর্ক
ভালোবাসার ইনফ্লেশন রেট করেছ ডাবল ডিজিট
ওপেন মার্কেট অপারেশন করবো এবার রিজিড
সকল প্রকার পলিসি রেটে বাঁধবো এবার তোমায়
ভালোবাসার ইনফ্লেশনটা থাক কিছুদিন কোমায়
কন্ট্রাকশনারি পলিসিতে বাসবো তোমায় ভালো
দেখাবো আমার ভালোবাসার রংটা কত কালো
ইনফ্লেশনটা কমাতে গিয়ে বাজার হলে অচল
ঘাটতি বাজেট দিয়ে আবার বাজার করবো সচল
হাই পাওয়ার্ড ভালোবাসা সার্কুলেশনে ঢেলে
ইনফ্লেশনটা বাড়াবো আবার আমরা দুজন মিলে
চলতে থাকুক ভালোবাসা অজানা সূত্র মেনে
তুমি আমি পরিপূরক এটুকু রেখো মনে।

কবি পরিচিতি: এডি, বিবিটিএ

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

অনুষ্ঠিতব্য নয় অনুষ্ঠেয়

আজব শব্দ এক অনুষ্ঠিতব্য
পাবে না তো অভিধানে পুরোনো কি নব্য।
ঐ শোনো পণ্ডিত করছেন গর্জন-
'এই ভুল শব্দটা দ্রুত করো বর্জন।'
লিখবে অনুষ্ঠেয় হবে সেটা শুদ্ধ
পণ্ডিতমহাশয় হবেন না ক্রুদ্ধ।

[কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে 'করা হবে' বা 'করা উচিত' এই অর্থে ধাতুর পরে 'তব্য' প্রত্যয়যোগে অনেক শব্দ গঠিত হয়। যেমন, কৃ + তব্য = কর্তব্য, দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য, বচ্ + তব্য = বক্তব্য, দা + তব্য= দাতব্য, স্মৃ + তব্য = স্মর্তব্য, শ্রু + তব্য = শ্রোতব্য, গম্ + তব্য = গন্তব্য, লিখ্ + তব্য = লিখিতব্য ইত্যাদি।
ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'অনুষ্ঠিতব্য' শব্দটি ভুল। কিন্তু ভুল হলে কী হবে ? বহুল প্রচলনহেতু এটি বাংলাভাষায় প্রায় স্থায়ী আসন নিয়েছে। 'অনুষ্ঠান করা হবে' এই অর্থে শুদ্ধ শব্দ 'অনুষ্ঠাতব্য'। এর প্রকৃতিপ্রত্যয় হচ্ছে ঃ অনু-√স্থা+তব্য। তবে 'অনুষ্ঠিতব্য' এত বেশি প্রচলিত যে, শুদ্ধ 'অনুষ্ঠাতব্য' লিখলে সেটিই ভুল বলে গণ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে 'অনুষ্ঠেয়' লেখাই সবচাইতে ভালো। বাক্যে প্রয়োগ ঃ 'আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় শীর্ষ সম্মেলনে সব সদস্যরাষ্ট্রই যোগ দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।']

বাংলা বানান নিয়ে যত বিভ্রাট

মাহফুজুর রহমান

'জ্বনাপ, ইকটু দারাণ। কতা সুণুণ। চেরাদিপ ঝাবেন ? যুঘাযুগ করুণ ----' সেন্টমার্টিন দ্বীপের একটি ডাস্টবিনে কাঁচা হাতে লেখা একটি বিজ্ঞাপন দেখে আমরা চমকে উঠলাম। এ এক বিরল প্রতিভা ! পুরো লেখাটিতে একটি শব্দও শুদ্ধ নয়। কিন্তু এই ভুল লেখাগুলোই এর আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

বিভিন্ন বাসের বা ত্রিচক্রযানের পেছনে লেখা থাকে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদালত হচ্ছে মানুষের বিবেক।' চমৎকার কথা। যিনি কথাটি আবিষ্কার করেছেন তাকে সাধুবাদ। তবে এটি লেখার ক্ষেত্রে বিচিত্র সব বানান প্রয়োগ করা হয়। যেমন, 'পৃথিবির শ্রেষ্ট আধালত হচ্চে মানুসের ভিভেক।' কেবল 'বিবেক' লিখতে গিয়ে বিবেকহীনদের মতো আচরণ করেন আর্টিস্টরা। 'বিভেক', 'বিবেখ', 'ভিবেক'-- এমনি আরও কত কি !

এবার নিজেদের কথায় আসি। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার গত জুলাই, ২০১৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল টাঁকশাল নিয়ে। বিপত্তি ঘটেছে টাঁকশাল লিখতে গিয়ে ট এর উপর চন্দ্রবিন্দু দেয়ায়। আমাদের সুহৃদ পাঠকেরা ঈদের চাঁদ ভালোবাসেন, পূর্ণিমার চাঁদ ভালোবাসেন, মেঘের সাথে চাঁদের লুকোচুরি খেলা ভালোবাসেন, কিন্তু টাঁকশালের ঘাড়ে চন্দ্রের বিন্দুটি পর্যন্ত দেখতে চান না। আমরা অনেক অনেক টেলিফোন পেয়েছি এ বিষয়ে। এরও আগে একটি সংখ্যায় 'মুদ্রার ধারণা' শীর্ষক একটি লেখায় টাঁকশাল প্রসঙ্গ এসেছিল। এটি প্রকাশিত হবার পর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাকে ফোন করে বললেন, 'পরিক্রমায় এসব লেখা কোন ছাগলে লেখে ?'

দুর্ভাগ্যবশত লেখাটি আমার। তাঁর কথা শুনে এবং অতি জনপ্রিয় অভিধায় ভূষিত হয়ে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। তখন সামনে কোরবানির ঈদ আসছে। ঢাকা শহরে এ ধরনের প্রাণীর চাহিদা এখন বাড়তেই থাকবে। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'স্যার, কোথায় ভুল হয়েছে, একটু বলবেন ?'

স্যার বললেন, 'চন্দ্রবিন্দু টাঁকশালের ঘাড়ে না বসিয়ে ঐ ছাগলের কপালে বসিয়ে দেন।'

বাজারে চাঁদকপালে (চাঁন কপাল্লিয়া) গরুছাগলের বেশ চাহিদা। এরকম পশু ঘরে থাকলে কৃষকের ভাগ্য ঘুরে যায়। এ বিবেচনায় চাঁদকপালে অফিসার বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকলে দেশের রিজার্ভ বেড়ে যেতে পারে। যাহোক, আমার সাহস একটু বাড়ল। আমি অতি বিনয়ের সাথে বললাম, 'স্যার, টাঁকশাল লিখতে গেলে চন্দ্রবিন্দু দিতে হবে। শব্দটি মাথার টাক হতে আসেনি, এসেছে ট্যাঁক হতে। আর সে জন্যেই চন্দ্রবিন্দু বসবে।'

এই চন্দ্রবিন্দুকে নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ বিপত্তি হয়। একজন লিখছেন- 'তাকে আসতে বল। তার মাথায় অনেক বুদ্ধি'। আর একজন বলছেন- 'তাঁকে আসতে বল। তাঁর অনেক বুদ্ধি'। এখানে দুটোই শুদ্ধ। কারণ যারা এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সম্মান দিতে চায় তারাই কেবল 'তাকে' এবং 'তার' এর উপর চন্দ্রবিন্দু বসাবে। এর মানে চন্দ্রবিন্দু বসবে সম্মানের প্রতীক হিসেবে। অর্থাৎ কাউকে সম্মান জানাতে হলে তার ঘাড়ে একটি চন্দ্রবিন্দুর বোঝা চাপিয়ে দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, ইঁদুরের ঘাড়ে চন্দ্রবিন্দু কেন ? আমরা আশরাফুল মখলুকাত। অর্থাৎ, প্রাণীকূল শ্রেষ্ঠ মনুষ্য প্রজাতি। আমরা সামান্য কুৎসিত ইঁদুরকে সম্মান জানাব কেন। আর সম্মানই যদি জানাব, তাহলে বিষ খাইয়ে বা কলে আটকিয়ে মারব কেন ?

জটিলতার এখানেই শেষ নয়। পুকুরের প্রতিশব্দ যদি পুষ্করিণী হয় তাহলে কুকুরের প্রতিশব্দ কুষ্করিণী হবে না কেন ? চায়ের কাপে এক চামচ চিনি দিলে যেটুকু মিষ্টি হবে, দুচামচ দিলে সঙ্গত কারণেই দ্বিগুণ মিষ্টি হবে। এটাই আমাদের বাস্তব শিক্ষা। কিন্তু বাংলা ভাষা করল কী ? 'পিঠাটা মিষ্টি লাগে' বললে যতটুকু মিষ্টি বুঝায় 'মিষ্টি' দ্বিগুণ করে দিলে পিঠাতে মিষ্টির পরিমাণ কমে যায়। যেমন 'পিঠাটা মিষ্টি মিষ্টি লাগে' বললে মিষ্টির পরিমাণ কমে যায়। বাংলা ভাষার এ কোন বিচার !

ইংরেজি 'অফিস' শব্দের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'দপ্তর'; তাহলে 'অফিসার' এর বাংলা অনুবাদ সহজেই হতে পারে 'দপ্তরি'। এবার বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বড় পদে আছেন 'কারেন্সি অফিসার'। এ পদনামের বাংলা অনুবাদ হবে 'মুদ্রা দপ্তরি'।

বাংলা ভাষাকে নিয়ে এই বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্যে আমরা যদি বাংলা ভাষার দিকপাল রবি ঠাকুরের শরণাপন্ন হই তাহলেই হয়তো শেষ রক্ষা হতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ?' এবার তো মহাবিপদে পড়া গেল। এতদিন শুনেছি, আটকে পড়া মানুষকে ঘরের তালা ভেঙ্গে উদ্ধার করা হয়। আর চাবি ভেঙ্গে উদ্ধার করার কাহিনী একেবারেই অভিনব। এখানে মনে হয় ম্যাজিশিয়ানদের সাহায্য দরকার হতে পারে।

এবার ভাবলাম, এতকিছু জানার দরকার নেই। গ্রাম হতে ছোটবেলায় যা শিখে এসেছি তা দিয়েই চলবে। আমাদের এলাকার মানুষেরা চমৎকার একটি সুরেলা ভাষায় কথা বলেন। তারা 'চোর'কে বলেন 'চুর', 'গরু'কে বলেন 'গুরু'। বেশ কিছুদূর পড়াশোনা করার পর জানতে পারেন যে, আসলে শব্দটি হবে 'গরু'। তখন তারা বেশি শুদ্ধ করতে গিয়ে 'গুরুদয়াল সরকারি কলেজ'কে বলেন 'গরুদয়াল সরকারি কলেজ'। এইসব মহাযন্ত্রণা নিয়ে বাংলা বলে যাচ্ছি। বাংলা একাডেমি কি এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারবে ?

■ *লেখক: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক*

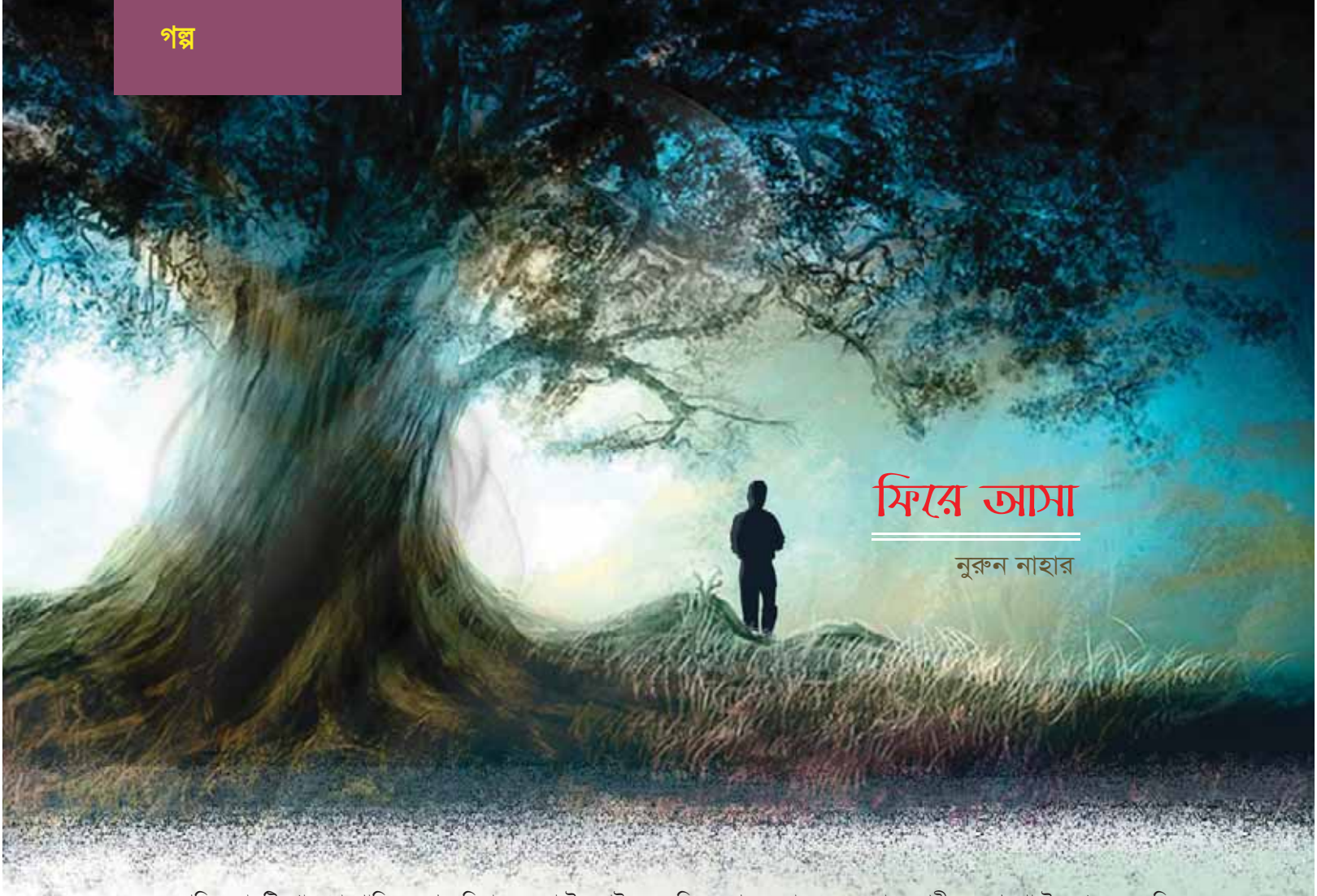

ফিরে আসা

নুরুন নাহার

দ্রুতগতির বাসটি প্রায় না থামিয়ে যখন সিয়ামকে গেটের বাইরে নামিয়ে দিল হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়া থেকে কোনোমতে নিজেকে বাঁচানোর জন্য বাসের সঙ্গে সঙ্গে সেও কয়েক কদম দৌড়ে এগিয়ে গেল। চোখ তুলে কিছুক্ষণ ধুলো উড়িয়ে যাওয়া অপসৃয়মান বাসটির দিকে তাকিয়ে থাকল। এরপর ইতিউতি তাকাতেই হাতের বাঁদিকে কয়েক হাত দূরে বিশাল আকৃতির ঝুড়ি নামানো বটগাছটি দেখতে পেল সে। ২০ বছর আগের পুরনো স্মৃতি যেন সেই সাথে বুকের ভেতর দুলে উঠল। ৪/৫ বছরের ছোট্ট সিয়ামের মতিমামার হাত ধরে এই বটগাছ তলায় আসাটা যেন নিত্যদিনের রুটিন ছিল। এই বটগাছ তলায় অনেক মজার জিনিস হতো। বাঁদর নাচ, ঘন্টি বাজানো আইসক্রিমের গাড়ি, মোয়া মুড়ি, আচার সব পাওয়া যেত এখানটায়। সপ্তাহে দুই হাটবার, রবি আর বৃহস্পতিবার এই হাট বসত সিকি মাইল দূরের বাজারে। আর হাটের বিস্তার হতো বটতলা পর্যন্ত। দুই হাটবার তো বটেই, অন্য দিনগুলোতেও ছাতিমতলা গ্রামের নানা বয়সী মানুষ বটতলার বাঁধানো চাতালে বসে হরেক রকমের গল্পে মেতে উঠত। এ ছিল একরকম চিরায়ত নিয়ম। শেষবার যখন ওকে বটতলায় বসিয়ে রেখে মতিমামা পাশের মাঠে গরুর পালকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল, তার ঘণ্টাখানেক বাদে মিনু খালা প্রায় দৌড়ে এসে ওকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করল। ও যতই আপত্তি করছিল -আমি সব পড়া পড়েছি, দুধও খেয়েছি, তবে কেন নিয়ে যাচ্ছ আমায় ? আমি যাবনা ও মিনু খালা। - কিন্তু কে শোনে কার কথা ? মিনু খালা -ও সোনা আমার, বড় বিপদ তুমি বসে থাকবা নাকি এখন বাড়ি চল, বাড়ি চল বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে।

বাড়ির দোরগোড়ায় পা ফেলতে দেখি আঙ্গিনা ভর্তি মানুষ। সারা গ্রাম যেন ভেঙ্গে পড়েছে তাদের বাড়িতে। ও খুব কৌতূহলী চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। বাড়ির কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাকে, বাবাকে কাউকেই না। মিনু খালা ভিড় ঠেলে ওকে টেনে ভেতর ঘরে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। মা কেমন ভাবলেশহীন মুখে খাটের পরে বসেছিলেন, একাকী। ওকে কাছে পেয়ে মা যেন একটু নড়ে উঠলেন, টেনে নিলেন বুকের কাছে। চেপে ধরেই থাকলেন। এভাবে সামির কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানেনা। রাত্তির বেলা মিনু খালা কিছু একটা খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর আবার ঘুম। একদম ভোররাতে মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়। মা ফিসফিস করে বলে, খোকা ওঠ। সামির ঘুম জড়ানো চোখে বলতে চায় আর একটু পরে মা- কিন্তু মা ত্রস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, না দেরি হয়ে যাবে, ওঠ সোনা। কোথায় যাবে মা, নানাবাড়ি ? সে যাব কোথাও। সেই ভোররাতে মা এক কাপড়ে সিয়ামকে নিয়ে যখন বাড়ির বাইরে এলো, দেখে মতি মামা একটা রিক্সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই রিক্সায় সোজা রেলস্টেশন। মতিমামা সাইকেলে চেপে তাদের পাশেই এসে থামল। রিক্সা ভাড়া মিটিয়ে আগে থেকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ট্রেনে উঠে বসল তারা। মতিমামা কিছু খাবারের একটা ছোট ব্যাগ মায়ের হাতে দিলেন। মা নেবেন না কিছুতেই। শেষে মতিমামা বললেন, এ আমার পয়সায় কেনা আপনি নাই বা খেলেন, কাল থেকে দানাটাও দাঁতে কাটেননি। আপনি মরতে চান মরেন, কিন্তু সিয়ামের কি হবে ভেবে দেখেছেন ? মা আর কিছুটি না বলে খাবারটা নিয়ে নিলেন। মতিমামা আবারও অনুনয় করলেন বুজি, আর একবার ভেবে দেখবেন। মা কোনো জবাব না দিয়ে আর একদিকে তাকিয়ে থাকলেন। একসময় হুইসেল বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। চোখভরা জল নিয়ে একসময় মতিমামা তাদের দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হলেন।

আপনি কি এই গ্রামে নতুন এসেছেন ? খুব কাছ থেকে কেউ একজন প্রশ্নটি করায় সিয়ামের চমক ভাঙ্গে। তাকিয়ে দেখে শশ্রুমণ্ডিত চল্লিশোর্ধ একজন তার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। সিয়ামের অগোচরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে –নাহ্। পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নেয়.... হ্যাঁ। কই যাইবেন ? ছাতিমতলায়। কার বাড়ি ? মাষ্টার বাড়ি। চকিতে গ্রাম্য

লোকটির চেহারায় এক বিচিত্র আবেগ এসে ভর করে। গলার কাছে উদ্‌গত কান্না সামলে নিতে তার মুখ বেঁকে যায়। শেষে আর পারে না। হু হু করে কাঁদে শুধু আর বলতে থাকে, খোকারে তুই আলি, সেই আলি-তবে সব শেষ করে। সিয়াম হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে। স্মৃতির অলিগলি হাতড়াতে থাকে। লোকটিই একসময় তাকে মুক্তি দেয়। আমারে চিনতে পারলি না ? আমি তোর মতিমামা। এবার সবকিছু সিয়ামের পরিষ্কার মনে পড়ে। এই ছাতিমতলাকে মা যখন পরিত্যাগ করেছিল, মতিমামাই ছিল স্টেশন পর্যন্ত শেষ এবং একমাত্র সঙ্গী। সেই মতিমামা, নানাবাড়ির আশ্রিত মতিমামা মায়ের বিয়ের সময় যে সাথে করে এসেছিল আর ফিরে যায়নি। স্বেচ্ছায় মায়ের সংসারের সকল কাজের ভার নিয়েছিল। মা নেই অথচ মতিমামা এখনো রয়ে গেছে তাহলে ! আবেগ কিছুটা প্রশমিত হলে মতিমামা তাড়া লাগায়। চল চল, ওদিকে এখনো বহু কাজ বাকি। হাফিজ আমারে কইছিল- তোরে ফোন দিছে। সেই থেকে বাড়ির সব কাজ আগায় থুয়ে আমি এখানে আইসে খাড়ায় আছি। আমার মন কইতেছিল তুই আসবি।

কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনি খুঁজতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ছোট সিয়াম তখন ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছুতে দরজা খুলে দেয় সে বাড়ির কাজের মেয়েটি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেই গৃহকর্তা এসে উপস্থিত হলেন। কুশল বিনিময়ের পর মূল প্রশ্নে যাবার কোনো সুযোগ দিলেন না মা। সরাসরি বললেন- লালু ভাই তুমি কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করবানা- শুধু এতটুকু বলি- তোমার বাসায়তো কাজের মানুষ দরকার, আমাকে আর ছেলেটাকে দুটো খেতে দেবে। তোমার সংসারের সব ভার আমি নেব। আর একটা অনুরোধ, আমার ছেলেটাকে একটু পড়ার সুযোগ দিতে হবে। পরে সিয়াম জেনেছিল এই লালু মামা অবস্থাসম্পন্ন সুহৃদয় নানার আর এক আশ্রিত ছিলেন যাকে নানা নিজের বাড়িতে রেখে বিএ পাশ করিয়েছিলেন। পড়াশোনায় ভালো ছিলেন। চাকরি পেতে অসুবিধা হয়নি। মানুষও খারাপ ছিলেন না। সেই থেকে ১৮ বছর এই আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা। না, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তার ছেলেবেলাটা- আদরে, আহ্লাদে ও প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সেই শৈশবটা- তখন থেকে বৌরানি, মেহেরবানুর সোনারঙ আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সবটুকু রেলওয়ে কলোনির এক হেঁশেলে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

ছাতিমতলা নিয়ে মা ছেলে কেউ কখনো একটি বাক্য বিনিময় করেনি। সে যেন ছিল নিষিদ্ধ কিছু। পড়াশোনা শেষ করে সিয়ামের ব্যাংকে একটি চাকরি জোটাতে তেমন অসুবিধা হয়নি। তারপরই মাকে নিয়ে আলাদা বাসা নেয়। লালু মামা খুশিই হয়েছিলেন। বলেছিলেন – ভালো থাকিস আর মাকে দেখে রাখিস।

ছাতিমতলার হাফিজ সিয়ামের ব্যাংকেই হিউম্যান রিসোর্সে কাজ করে। হাফিজ তার দুই ব্যাচ সিনিয়র। এক সময় সিয়ামের পার্সোনাল প্রোফাইল হাফিজের নজরে এলে সে নিজেই সিয়ামের সাথে যোগাযোগ করে। সেই হাফিজ দুইদিনের ছুটিতে গ্রামে গিয়েছিল কি একটা কাজে। সে-ই ফোনটা করে মধ্য রাতে। সিয়াম ভোরবেলা নিজের টেবিলে একটা চিরকুটে 'ছাতিমতলায় যাচ্ছি। ফিরে এসে সব জানাব' লিখে চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখন বাজে বেলা বারোটা। ছাতিম-তলায় পৌঁছাতে পুরো পাঁচঘণ্টা সময় নিল।

-বুঝলি বাবা, তুই ছোট থাকতে তোর বাপ ঢাকায় বৃক্ষমেলায় গিয়া একটা থাই পেয়ারার কলম গাছ আইনা লাগাইছিল- তোর মনে আছে ? যার ভিতরটা ছিল লাল টুকটুকা। তুই যাওনের পর এই পেয়ারা কাউরে খাইতে দিত না। কইত, ওইটা সিয়ামের গাছ। ও যতদিন না আসবে ততদিন পাখি, বাদুড়রাই খাবে। বলে মতিমামা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। সিয়ামের চোখে ভেসে ওঠে শোয়ার ঘরের পেছনেই ছিল পেয়ারা গাছটা। পাশেই একটা টক-মিষ্টি কাঁচা আমের গাছ, যার ডালে মতি মামা দোলনা বেঁধে দিয়ে সিয়ামকে দোল খাওয়াতো। রান্নাঘরের কোণায় ছিল একটা লেবুগাছ। যার ফুল ফুটলে ঘ্রাণে পুরো বাড়ি ম্ ম্ করতো। সিয়াম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে- মতিমামা, রান্নাঘরের কোণায় যে লেবুগাছটা ছিল, এখনো আছে ? সবই আছে খোকা, কিন্তু যার জন্য এত্তসব, তারাইতো নাই। সব বিরান মরুভূমি। মতিমামার কণ্ঠ আর্দ্র হয়ে ওঠে।

বাড়ির দোরগোড়ায় পা দিয়ে আবারও সিয়াম দেখে আজও সেদিনের মতো আঙ্গিনা ভর্তি মানুষ। ভেতর বাড়িতে পা রাখতেই সকলের দৃষ্টি তার দিকে তীরের মতো নিবদ্ধ হয়। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে। হায়রে ! এই পোলা, কি সুন্দর হইছে, আহারে। এ জনমে আর দেখা হইল না। মাইয়া মানুষের এত রাগ, জেদ ভালো না। হ, মাইনসের বাড়িতে ঝিগিরি কইরা পোলা মানুষ করছে- এতবড় ঘরের বউ ঝি হইয়া।

মতিমামা ভিড় ঠেলে দ্রুত সিয়ামকে নিয়ে যায় ভেতরের ঘরে, যেখানে তিনি শায়িত আছেন। আশৈশব পরিচিত সেই শ্যামল কান্তি পৌরুষদীপ্ত মানুষটির শুধু কাঠামোটাই রয়েছে- আর সব শেষ হয়ে গেছে। কখন হলো ? জিজ্ঞাসু চোখে চাইতেই মতিমামা বললেন, ভোর চারটার সময়। মরণের আগে চারিদিকে চাইতেছিল। মনে হয় তোরেও খুঁজতেছিল। সিয়ামের চিৎকার করে বাবা বলে ডেকে উঠতে ইচ্ছা করল। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না। বুক চিরে শব্দহীন বাতাস নয়, যেন হাহাকার বেরিয়ে এলো।

সবকিছু মেটাতে সন্ধে পার। সিয়ামের মন একটু নির্জনতা খুঁজছিল। যদিও তা এই অবস্থায় পাওয়া নিতান্তই কঠিন। তারপরও মতিমামাকে বলল, মামা, আমি একটু একা থাকতে চাই। কাল সবার সাথে কথা বলব। -ঠিক আছে খোকা তুই বিশ্রাম কর, কেউ তোর কাছে আসবে না এ ঘরে। সেই থেকে সিয়াম বসে আছে একাই। দু'চোখে জলের ধারা নেমেছে- এ কার দায়। তিনটি প্রাণীর ভালো থাকার সকল ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু এক কুচক্রী গ্রাম্য মাতবরের কিশোরী মেয়ের বয়সের চাপল্যে পা হড়কে পড়ার দায় এক নিভৃতচারী স্কুল শিক্ষকের ওপর চাপিয়ে বিয়ে নামক প্রহসনের অবতারণা করে ফাঁসানোর অপমান সহ্য হয়নি মায়ের। সত্যতা বিচার না করেই সেই ঝড় প্রচণ্ড আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মায়ের জন্য সামলে ওঠা বড্ড কঠিন ছিল। যদিও সেই হতভাগী অকালে সন্তান জন্ম দিতে দিয়ে মরে বেঁচেছিল একটা নিস্তরঙ্গ সংসারকে দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে। আর তাই বেঁচে থেকেও যেন মৃত ছিল দুইপ্রান্তে দুটি মানুষ- আর সে হারিয়েছে তার সোনার পাতে মোড়ানো শৈশব। হঠাৎ খেয়াল করে- মোবাইলটা বেজে চলছে। মনিটরে তাকিয়ে দেখে মায়ের ফোন। ফোনটি ধরে কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কোনো শব্দ বেরোয় না। ঐ প্রান্তে মাও নিশ্চুপ। পাহাড় সমান অভিমানের বরফ গলে। আজ ২০ বছর পরে মা ছেলে দু'জনেই একই বেদনায় কেঁদে চলেছে। একসময় দু'জনেই শান্ত হয়। মা, তুমি আসবে না ? -হ্যাঁ আসব বাপ, আর যে আমার ভুল করার কোনো উপায় নেই। সিয়ামের বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে যায়- ফিসফিস করে বলে- বাবা, মা তোমার সংসারে আবার ফিরে আসছে!!!

■ *লেখক : ডিজিএম, এফইআইডি, প্র.কা.*

বিশ্বযুদ্ধকালীন বিভিন্নসভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করল ব্যাংক অব ইংল্যান্ড

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সম্প্রতি ১৯১৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী প্রকাশ করেছে। এই কার্যবিবরণীগুলো দেখলে সহজেই বোঝা যায় কীভাবে পর্ষদ গত শতাব্দীর ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। কার্যবিবরণীগুলো থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৬ সালেও এগুলো হাতে লেখা হতো এবং একটি রেকর্ড বইয়ে লিখে রাখা হতো। কার্যবিবরণীগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো খুবই সংক্ষেপে লেখা হতো। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পাশাপাশি কার্যবিবরণীগুলোতে তৎকালীন বিভিন্ন বিষয় যেমন, দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, দি গ্রেট ডিপ্রেশান ইত্যাদি খুবই সুন্দরভাবে উঠে এসেছে। এছাড়াও অপারেশনাল বিষয়সমূহ যেমন অডিট, কর্মী নিয়োগ ও বরখাস্ত, ভাড়া, লিগ্যাল অপশনস্, সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে কার্যবিবরণীগুলোতে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সম্প্রতি ২০০৭ থেকে ২০০৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দার সময়কালীন কার্যবিবরণীগুলোও প্রকাশ করেছে।

মন্টাগু নরম্যান (Montagu Norman) : মন্টাগু নরম্যান ছিলেন ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের দীর্ঘ মেয়াদে নিযুক্ত ও বিখ্যাত একজন গভর্নর। তিনি ১৯২০ সালে নিয়োগ পেয়ে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

দি গ্রেট ডিপ্রেশান (The great Depression): শেয়ার মার্কেটে ব্যাপক ধসের দুইদিন পর ১৯২৯ সালের ৩১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এক সভায় এটিকে দি গ্রেট ডিপ্রেশান নামে অভিহিত করা হয়। কার্যবিবরণীতে অর্থনৈতিক অস্থিরতার কোনো বিষয় উল্লেখ না থাকলেও পর্ষদ সুদের হার ৬.৫% থেকে কমিয়ে ৬% করতে সম্মত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : কার্যবিবরণীগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। লন্ডনের ভবনগুলো প্রতিনিয়ত আক্রমণের শিকার হওয়ায় ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের কর্মচারীদের সরিয়ে নেওয়া হয়, অনেক কর্মচারী যুদ্ধে যোগ দেয়, ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি কর্মচারী সংকটে পড়ে। অক্টোবর ১২, ১৯৩৯ সালের সভায় অস্থায়ী ভিত্তিতে কেরানি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৪১ এর সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে, কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দুই দফা বোমা বর্ষণ হয়। এতে বিল্ডিংটির একাংশ ধসে পড়ে। কার্যবিবরণীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভবন পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ায় গতিবৃদ্ধির আভাস পিপল্‌স ব্যাংক অব চায়নার

চলতি বছরে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করার আভাস দিয়েছে পিপল্‌স ব্যাংক অব চায়না। জানুয়ারির ৮-৯ তারিখ অনুষ্ঠিত কনফারেন্স শেষে প্রকাশিত বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশটির বাজারের আন্তর্জাতিক উন্মুক্তকরণের ও সুদহার সংস্কারের ব্যাপারে আভাস দিয়েছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরের শুরুর দিকে কমিউনিস্ট পার্টি দেশটির সরকারি প্রশাসন, সিভিল সার্ভিসেস, জনগণের জন্য বিভিন্ন সরকারি সেবার মূল্য, সামাজিক নিরাপত্তা বলয় ও আর্থিক খাতের সংস্কারের যে ঘোষণা দিয়েছিল তার সাথে সমন্বয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক খাতের সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সংস্কার কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে ২০১৪ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে 'ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স স্কিম' প্রতিষ্ঠা। এ স্কিমে ৫০০,০০০ ইউয়ান (৮০,৫০০ ডলার) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ বৃহৎ ব্যাংকগুলোতে সরকারের অন্তর্নিহিত ভর্তুকি কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে দি পিপল্‌স ব্যাংক অব চায়না রেনমিনবির (Renminbi) আন্তর্জাতিকীকরণের উপর জোর দিয়েছে। ২০১৪ সালে ১০টি দেশের পর ২০১৫ সালের শুরুতে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে রেনমিনবি ক্লিয়ারিং ব্যাংক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বিচক্ষণ (Prudent) মুদ্রানীতি' প্রণয়নের উপর জোর দিয়েছে। প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির মন্থরগতিকে ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইতোমধ্যে কয়েকবার অঘোষিতভাবে তারল্য প্রবাহ বাড়িয়েছে।

রুবলের ক্রমাগত পতনে বিপাকে রাশিয়ার ব্যাংকিং খাত

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের ক্রমাগত দরপতন এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ পশ্চিমাদের আরোপিত অবরোধের কারণে রাশিয়ার অর্থনীতিতে অস্থিতিশীলতা বাড়ছে।

তেলের ক্রমাগত দরপতনের ফলে দেশটির রপ্তানি আয়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ফলে ডলারের বিপরীতে রুবল ক্রমাগত মূল্য হারাচ্ছে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি ডলার বিক্রি হয়েছে ৮০ রুবলে। অন্যদিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপে ক্ষুব্ধ পশ্চিমাদের আরোপিত অবরোধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুপস্থিতিতে রাশিয়ার ব্যাংকগুলো স্থানীয় ব্যবসায় বিশাল অংকের ঋণ প্রদান করে। এতে ব্যাংকগুলো নগদ অর্থসংকটে পড়ে, যার ফলে সুদের হার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে প্রায় ৩০% এ পৌঁছায়, যা ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটকালীন হারের চেয়েও বেশি। উপরন্তু ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থসংকটের কারণে আমানতকারীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হয়েছে।

আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি প্যাকেজ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এর অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলোতে পুনরায় পুঁজির যোগান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অপরদিকে রুবলের পতন ঠেকাতে ব্যাংক অব রাশিয়া ও অর্থ মন্ত্রণালয় রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি মস্কো স্টক এক্সচেঞ্জকে সহায়তায় প্রয়োজন হলে বৈদেশিক মুদ্রার নিলামের সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যদিও অনেক অর্থনীতিবিদের মতে রাশিয়া সংকট মোকবিলায় সক্ষম হবে, তবে অন্যদের মত হচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদি ভয়াবহ আর্থিক মন্দা ঠেকাতে রাশিয়াকে পশ্চিমাদের অবরোধ প্রত্যাহারে উদ্যোগ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ইউক্রেন সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধানের বিকল্প নাই।

■ *গ্রন্থনা: আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ আবদুল কাইউম

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৬/১২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : গবেষণা বিভাগ

মোঃ হাবিবুর রহমান-১

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৩/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ১৯/১২/২০১৪
বিভাগ : ইএমডি

মোঃ জাবেদ আলী

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৩০/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ২/১/২০১৫
বিভাগ : বিএফআইইউ

মোঃ আব্দুল মতিন মাহবুব

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৩/১২/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ৬/১/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

সরদার মোঃ মোশারেফ হোসেন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-২

মোঃ মজিবুর রহমান-১

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১০/৬/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ২/১/২০১৫
বিভাগ : এফইওডি

মোঃ লুৎফর রহমান-২

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ২৭/১২/২০১৪
বিভাগ : ইএমডি

আলী আহমেদ

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : এসএমই এন্ড এসপিডি

আবদুস সাত্তার-৩

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/২/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ আবুল বাশার-১

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/১১/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ১৯/১১/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৫/১০/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : ইএমডি

তোফায়েল আহমেদ

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৮/১০/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ৫/১/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-১

মুন্সী ওয়াহিদুজ্জামান

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/২/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি : ২১/১১/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ রাজিবুর রহমান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৮/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/১২/২০১৪
বিভাগ : এফইওডি

শেখ আব্দুর রাজ্জাক-৬

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৩/১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ২৭/১০/২০১৪
খুলনা অফিস

শিখা দত্ত

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৮/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২/১০/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোছাঃ আখতার আরা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৮/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৫
বিভাগ : এফইওডি

আব্দুস সোবহান তালুকদার

(সিনিঃ কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/৫/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/১২/২০১৪
খুলনা অফিস

মরুর দেশে অবাক বিস্ময়

মোঃ হাসান শাহরিয়ার

মানামা। শহরটি বাহরাইনের রাজধানী। স্কুলে পড়াকালীন শখের ডাকটিকেট সংগ্রহের মাধ্যমে এই নামটার সাথে পরিচয় হয়েছিল। গত ১৪ অক্টোবর যখন বাহরাইন পৌঁছলাম তখন সূর্য অস্তগামী।

Islamic Financial Services Board (IFSB) এবং Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) এর যৌথ আয়োজনে 'Building Robust Risk Management Infrastructure - Growth Driver for Islamic Finance' শীর্ষক সেমিনারে প্রায় ২০টি দেশের কেন্দ্রীয়/বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি IFSB, BIBF, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাহরাইন, ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপর্যায়ের চৌকস বক্তাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে সমসাময়িক ইসলামি অর্থব্যবস্থার সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। সেমিনারে বিশ্বের ইসলামি ব্যাংকসমূহের প্রবৃদ্ধি ও অন্তরায়, ঝুঁকিসমূহ, ব্যাসেল কাঠামোর আওতায় ইসলামি ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা, ঋণ ঝুঁকি প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সুশাসন নিশ্চিতকরণ, Enterprise Risk Management প্রভৃতি ইস্যু আলোচিত হয়েছে।

গাল্‌ফের বুকে ছোট এক দ্বীপদেশ বাহরাইন যাকে ল্যান্ড অব পার্ল বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর অন্যতম ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল এই দেশ। তবে মূলত ব্যাংক/আর্থিক ব্যবসা, পর্যটন আর তেলসম্পদ বাহরাইনকে এতদূর এনেছে। চকচকে সব আধুনিক স্থাপত্যকলার পাশাপাশি পুরনো ঐতিহ্যের অভূতপূর্ব এক মিশ্রণ চোখে

বাহরাইন সিটি

পড়ে মানামার আনাচে কানাচে। এখানকার মূল ভাষা আরবি হলেও বাংলা, হিন্দি, উর্দু আর ইংলিশের খিচুড়ি ভাষায় ভাব আদান-প্রদানের জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয়না।

দুবাইয়ের অনন্য কিছু স্থান যেমন দুবাই গোল্ড সিটি, হোটেল আটলান্টিস, বুর্জ আল আরব, বুর্জ আল খলিফা ইত্যাদি না দেখে কিছুতেই ফেরা ঠিক নয় বলে আমার মনে হয়।

যাহোক, বাহরাইনের অনন্য এই অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিগত ও পেশাগত উৎকর্ষসাধন আর নতুন, ভিন্ন এবং অগ্রবর্তী চিন্তা-চেতনা ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

■ *লেখক : ডিডি, বিআরপিডি, প্র.কা.*

কম্বোডিয়া ঘুরে এলাম

মোঃ ইমদাদুল হক

কম্বোডিয়া বেশি দূরের দেশ নয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার তারপর থাইল্যান্ড, আর এরপরের দেশই কম্বোডিয়া। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ অংশে এর অবস্থান। গত ২৫-২৬ অক্টোবর আমরা সাতজন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সেন্টার অব কম্বোডিয়ার অধীনে দুই দিনের 'এমপ্লয়ি কম্পেনসেশন অ্যান্ড বেনিফিটস্ ম্যানেজমেন্ট' কোর্স শেষ করে এলাম।

রাজধানী নমপেনের বিমানবন্দরে অবতরণের পর আয়োজক সংস্থার গাড়িতে করে হোটেলে পৌঁছাতে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বেজে যায়। পরদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ক্লাস করার পর শহর ঘুরতে বের

রয়েল প্যালেস

হলাম। মাত্র ২০ লাখ লোকের বাস এ শহরে। স্থানীয়দের পরামর্শমতো সবাই মেকং নদীর তীরবর্তী এলাকা হেঁটে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ি। তিব্বত মালভূমি থেকে উৎপত্তির পর চীন, মায়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ড হয়ে কম্বোডিয়ায় প্রবেশ করে ভিয়েতনামে গিয়ে শেষ হয়েছে এশিয়ার মধ্যে সপ্তম দীর্ঘ এ নদী। মেকং নদীর তীরে বাঁধ দিয়ে তৈরি লোকজন চলাচলের রাস্তা সত্যিই দেখার মতো। বিশেষ ধরনের খেলা সিপাক টাকরো বা কিক ভলিবল খেলছে বাচ্চারা। খেলাটিতে হাত ব্যবহার নিষিদ্ধ। রাস্তা-ঘাটে, দোকানে প্রচুর মেয়ে কাজ করে। নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই মোটর সাইকেল বা স্কুটি জনপ্রিয় বাহন। সিক্‌লো নামের আমাদের দেশি রিক্সার মতো যাত্রী বহনের জন্য পায়ে টানার একটি যান রাস্তায় দেখা যায়, পার্থক্য শুধু একটাই চালক পেছনে বসে। পরদিন সকালে আমরা রয়েল প্যালেস এবং ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখলাম। রয়েল প্যালেস হলো রাজার বাসভবন। রাজা নরোদম সিহানুক উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মেকং নদীর তীরে তৈরি করেন রয়েল প্যালেস। রয়েল প্যালেসের ভিতরে রয়েছে গোল্ডেন এবং সিলভার প্যাগোডা। ৯৫ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বাস কম্বোডিয়ায়, তাই সেখানে প্রচুর প্যাগোডা দেখতে পাওয়া যায়। নমপেনের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে Angkor সাম্রাজ্যের নবম থেকে ১৩ শতকের নিদর্শন প্রচুর বৌদ্ধ মূর্তি, তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র রয়েছে যা কম্বোডিয়ানদের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে।

কম্বোডিয়া হয়তো প্রতিবেশী দেশগুলো যেমন সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়ার মতো উন্নত নয়, তবে তাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, যা তারা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং এ কারণেই সেখানে প্রচুর পর্যটক দেখা যায়।

■ *লেখক : ডিজিএম, এইচআরডি-২, প্র. কা.*

২০১৪ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোহাম্মদ মাহবুব হাসান
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মনিরা বেগম
পিতা: মোঃ রোস্তম আলী
(জেডি, পিআরএল)

নোশিন ইয়াসমিন জয়া
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী

মাতা: ইয়াসমিন ইসলাম
পিতা: মোঃ নুরুল ইসলাম
(ডিডি, আইএডি, প্র.কা.)

মোঃ সালমান সাকিব
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সেলিনা হোসনে পারভিন
(ডিডি, সিএসডি, প্র.কা.)
পিতা: মোজাম্মেল হক
(ডিডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

মোঃ সায়মান সাকিব
উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: সেলিনা হোসনে পারভিন
(ডিডি, সিএসডি, প্র.কা.)
পিতা: মোজাম্মেল হক
(ডিডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

মোঃ নাফিউল হাসান
গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: মোঃ আব্দুল মমীন
(জেডি, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, প্র.কা.)

মারিয়া উলফা
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: খালেদা বেগম
পিতা: মোঃ সাদেক মিয়া
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

২০১৪ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

হুমায়রা কবীর (প্রমী)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: রাজিয়া সুলতানা
পিতা: মোঃ হুমায়ুন কবীর
(সিনিঃ ডা.এ.ক.অপা., এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.)

খাদিজা আক্তার (মালা)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ

মাতা: তফুরা আক্তার (তপু)
পিতা: মোঃ হারুন-অর-রশিদ
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, ইএমডি, প্র.কা.)

জোয়ারদার সাদমান সাকিব
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোসাঃ সুফিয়া খাতুন
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)
পিতা: জোয়ারদার ইসরাইল হোসেন
(জিএম, সিবিএসপি সেল, প্র.কা.)

অর্পিতা রায় রুমী
কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: অর্চনা রাণী সাহা
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)
পিতা: সনজিত কুমার রায়
(ডিডি, সিএসডি-১, প্র.কা.)

সারিয়া তাহসিন (তানহা)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: রাশিদা ইয়াছমিন
(এডি, সিবিএসপি সেল, প্র.কা.)
পিতা: খন্দকার মোঃ সাহাবউদ্দিন

মৌনতা দাস
সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

মাতা: কবিতা দাস
পিতা: মৃনাল রঞ্জন দাস
(ডিডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

বিশেষ কৃতিত্ব

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের বৈদেশিক মুদ্রা বাজার নীতি শাখায় কর্মরত উপপরিচালক প্রদীপ পাল লন্ডনভিত্তিক Institute of Financial Services (The Professional Body of IFS University College) অধীনে International Chamber of Commerce (ICC) আয়োজিত পেশাধারী সার্টিফিকেশন Certificated Documentary Credit Specialist (CDCS) কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ২০০৫ সালে ব্যাংকে যোগদান করেন।

২০১৪ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

জাহ্‌রা নাশিতা একর
খুলনা সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাছিমা জাহান
পিতা: এ,কে, এম শহীদুল ইসলাম
(ডিএম, খুলনা অফিস)

মোঃ সালমান হোসেন
মুরাদপুর ছমিরননেসা হাই স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আফরোজা সুলতানা
পিতা: মোঃ গোলাম হোসেন
(এএম, মতিঝিল অফিস)

২০১৪ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

যারীন তাসনীম মৌ
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী হায়ারসেকেন্ডারি স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: দিলারা খান
পিতা: মোঃ ইয়াহিয়া খান
(ডিজিএম, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

মোঃ জোবায়ের ছিদ্দিক (তৌহিদ)
নটরডেম কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সুলতান আরা বেগম
পিতা: আব্বাছ উদ্দিন ছিদ্দিক
(এডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্যাংকিং সেক্টরের কম্বল বিতরণ

কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতা বর্তমান বিশ্বে একটি আধুনিক ধারণা। এটিকে মানবহিতৈষী বা মানবকল্যাণের নীতি হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে এগিয়ে আসছে। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশে ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে আরও দায়িত্বশীল, পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ ও মানবিক রূপ দেয়ার জন্য সিএসআর বাস্তবায়নে বিশেষ তাগিদ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। ঋতু বৈচিত্র্যের এ বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অধিকাংশ লোকই মানবেতর জীবন যাপন করে। এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা সরকারের একার পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়। এজন্য চাই সমাজের বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সামাজিক উদ্যোগ দেশের ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা সামর্থ্য বুঝে সকলেরই অগ্রণী ভূমিকা। দেশের আর্থিক খাতের অভিভাবক হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সমগ্র ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মকাণ্ডে কার্যকরভাবে অংশ নিতে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করছে। সিএসআরের উদ্দেশ্য ও পরিধি চিহ্নিত করার পাশাপাশি এ কর্মকাণ্ডকে প্রণোদনা দেয়ার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশকিছু ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত তাদের সামাজিক কর্তব্যে পিছিয়ে নেই। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় শীত, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বিভিন্ন মহামারি, ভূমিধস, ভবনধস প্রভৃতি দুর্যোগে বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কর্মকাণ্ডের ফলাফল তদারকিতে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি সজাগ রয়েছে। আমাদের ব্যাংকগুলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সিএসআর পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন আনতে বেশ সফল হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ব্যাংকগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে গরিব দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবছর প্রচণ্ড শীতে শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোতে দরিদ্র মানুষগুলো মানবেতর জীবন কাটায়। বিভিন্ন ব্যাংক তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গরম কাপড় ও কম্বল বিতরণ করে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে শীতপ্রধান অঞ্চলে যেমন : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে (মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, কমলগঞ্জ, ঈশ্বরদী প্রভৃতি) ব্যাংকগুলো নিজস্ব উদ্যোগে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ও প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে অনেক শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবছর (২০১৪-১৫ সালে) যে পরিমাণ কম্বল বিতরণ করেছে তার একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লি: (ডিবিবিএল) ১২০০০, ইসলামী ব্যাংক লি: ১২০০০, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি: (ইউসিবিএল) ২০০০, সিটি ব্যাংক লি: ৪০০০, এক্সিম ব্যাংক লি: ৮০০, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি: (এমটিবিএল) ৩০০০, প্রিমিয়ার ব্যাংক লি: ২০০০, ফোনিক্স ফিন্যান্স ১০০০, ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি: (এনসিসি ব্যাংক) ১০০০, এসসিবি ২৫০০, ব্যাংক এশিয়া ৫০০, ব্যাংক অব সিলোন ১৫০০, এসআইবিএল ৩০০০, ন্যাশনাল ব্যাংক লি: (এনবিএল) ২০০০, এফএসআইবিএল ৪৮০, এসআর কর্পোরেশন ১০০০, হাবিব ব্যাংক লি: ৩০০, ইউনিয়ন ব্যাংক লি: ৪০০, ফার্স্ট ফিন্যান্স লি: ২০০০, এবি ব্যাংক লি: ৪০০০, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (এবিবি) ৩০০০। মোট ২১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে মোট ৫৮ হাজার ৪৮০টি কম্বল বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করেছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১,